

সারে-জমিন



চাঁদা গ্রামে কালভার্ট নয়, যেন মরণফাঁদ রূপসী বাংলা



প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পাদকীয়



যেসব অভ্যাস মানুষের রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায় স্বাস্থ্যসাথী

শুক্রবার ৩**১** মে, ২০২৪

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

২২ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

জাইদল হক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে নিরাপত্তা জোরদার

খেলতে খেলতে

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

Vol.: 19 ■ Issue: 147 ■ Daily APONZONE ■ 31 May 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

গুজরাতে দমকলের এনওসি পেতে ৭০ হাজার টাকা ঘুষ দেন বিজেপিসাংসদ



নেতা এবং গুজরাটের রাজ্যসভার সদস্য রাম মোকারিয়া দাবি করেছে, তিনি রাজকোট পৌর কর্পোরেশনের দমকল বিভাগ থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য ৭০,০০০ টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন। রাজকোটের টিআরপি গেম জোন নামে একটি বিনোদন কেন্দ্ৰে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৭ জন দগ্ধ হওয়ার কয়েকদিন পর তিনি এই বিবৃতি দিলেন। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় মোকারিয়া রাজকোটে ব্যাপক দুর্নীতির কথা তুলে ধরতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। বিজেপি নেতা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি প্রায় পাঁচ বছর আগে ডেপুটি ফায়ার অফিসার বি জে থেবাকে ঘুষ দিয়েছিলেন যখন তিনি সবেমাত্র ব্যবসায়ী ছিলেন এবং রাজ্যসভায় নির্বাচিত হননি। মোকারিয়া একটি নামী কুরিয়ার কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান ও ২০২১ সালে গুজরাত থেকে রাজ্যসভার এমপি হন। তিনি বলেন, 'প্রায় পাঁচ বছর আগে একটি প্রকল্পের জন্য ফায়ার এনওসি পেতে আমি থেবাকে ৭০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিলাম।

ভোট গণনায় কারচুপি না হলে বিজেপির হার নিশ্চিত: মমতা

লোকসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত পর্ব তথা সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা। অন্য রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ৯টি লোকসভা আসনেও শেষ দফার ভোট হবে। সেই কেন্দ্রগুলি হল বারাসত. বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবার, দমদম, জয়নগর, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তর এবং মথরাপুর। এদিকে, নির্বাচনী প্রচার শেষ হওয়ার আগে যাদবপুর থেকে গোপালনগর পর্যন্ত ১২ কিমি পথ হাঁটলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সায়নী ঘোষেরও কলকাতা দক্ষিণের প্রার্থী মালা রায়ের সমর্থনে এদিন দক্ষিণ কলকাতাজুড়ে পদযাত্রা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। পদযাত্রা শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব নিয়ে বলছি, যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, যদি গণনা

আপনজন ডেস্ক: আগামী ১ জুন



কেন্দ্রে কারচুপি না হয়, তবে বিজেপির ক্ষমতায় আসার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ক্ষমতায় আসবে ইন্ডিয়া জোট। যাদবপুরে একটি জনসভায় জনতার উদ্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেশে মৃল্যুক্ষীতি আকাশ ছোঁয়া। কেন্দ্রীয়

সরকার জনগণকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া নিয়ে মিথ্যা বলে এবং কোনও তহবিল দেয় না। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস বিনামূল্যে রেশন, জল ও বিদ্যুৎ (অংশিক) দিয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, মোদি বিনামূল্যে গ্যাস দেওয়ার বিষয়ে
মিথ্যা বলেছেন। এটি জনগণকে ১৫
লাখ টাকা দেওয়ার তার কাল্পনিক
প্রতিশ্রুতির সমান। একই সঙ্গে
মমতা বলেন, তিনি আর কোনো
প্রধানমন্ত্রীকে এভাবে মিথ্যা বলতে
দেখেননি। মমতা আরও বলেন,

আলোয় চলে আসেন মোদি। মমতার প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী ধ্যানে বসতে পারেন, কিন্তু ক্যামেরার উপস্থিতিতে কেন্ তারা ৫ মিনিটের ফুটেজ দেখাবে, তবে বাকি সময় তাদের বিশ্রাম নিতে হবে। মমতা ভোট গণনার দিন সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা জনগণের কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শুরুতে গণনা দেখে কেউ যেন তার দ্বারা প্রভাবিত না হন। একটি লোকসভার মধ্যে রয়েছে কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্র। যেহেতু নির্বাচন কমিশন তাদের (বিজেপি) অধীনে রয়েছে, তাই তারা প্রাথমিকভাবে দেখাবে বিজেপির এগিয়ে থাকা আমসনগুলি। কিন্তু যেগুলিতে আমরা বেশি ভোট পাব, সেগুলো

প্রতিবারই নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা

আগে কোথাও না কোথাও প্রচারের

পার্সোনাল ল-এ হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে বিয়ে অবৈধ: হাইকোর্ট



আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট সম্প্রতি একটি আন্তঃধর্মীয় দম্পতিকে সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করেছে। কারণ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন অনুসারে একজন মুসলিম পুরুষ এবং একজন হিন্দু মহিলার মধ্যে বিবাহ অবৈধ। আবেদনকারীরা একে অপরের প্রেমে পড়েছেন বলে উল্লেখ করে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে বিবাহ কর্মকর্তার কাছে যান, তবে পরিবারের আপত্তির কারণে তারা বিবাহ কর্মকর্তার সামনে হাজির হতে পারেননি। ফলে তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি হচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তারা বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে তাদের বিবাহ নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত তারিখে বিবাহ রেজিস্ট্রারের সামনে হাজির হওয়ার জন্য সুরক্ষা চেয়েছিলেন। আদালত সুরক্ষা প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, হিন্দু মহিলা এবং মুসলিম পুরুষের মধ্যে এই ধরনের বিবাহ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন অনুসারে বিধিসম্মত নয়। বিচারপতি গুরপাল সিং আহলওয়ালিয়া ২৭ মে দেওয়া আদেশে বলেছেন, মুসলিম পার্সোনাল ল অনুযায়ী, মুসলিম

অগ্নিপৃজক মেয়ের বিয়ে বৈধ বিবাহ ।

নয়।

এমনকি যদি বিবাহটি বিশেষ বিবাহ ব
আইনে নিবন্ধিত হয় তাহলেও মু

ছেলের সঙ্গে মূর্তিপূজক বা

বিবাহটি বৈধ বলে বিবেচিত হবে না এবং এটি নাজায়েজ বিবাহ হবে। হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলিম ছেলের বিয়ে বৈধ হবে কি না, এই প্রশ্ন বিবেচনা করে আদালত। এ প্রসঙ্গে সূপ্রিম কোর্টের একটি রায় নিয়ে আলোচিত হয়। বিচারপতি বলেন, 'ব্যক্তিগত আইনে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করা আবশ্যক। তবে, যদি বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে বিবাহ সম্পাদিত হয়, তবে এই জাতীয় বাধ্যতামূলক যায় না। কিন্তু বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে বিবাহ সেই বিবাহকে বৈধতা দেবে না যা তাদের ব্যক্তিগত আইনে নিষিদ্ধ।

হয়, তবে এই জাতায় বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান সম্পাদন না করার কারণে এই জাতীয় বিবাহকে ঢ্যালেঞ্জ করা যায় না। কিন্তু বিশেষ বিবাহ সেই বিবাহকে বৈধতা দেবে না যা তাদের ব্যক্তিগত আইনে নিষিদ্ধ। বিশেষ বিবাহ আইনের ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, যদি দুই পক্ষ নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে না থাকে তবেই কেবল বিবাহ করা যাবে। আদালত উল্লেখ করেছে এই দম্পতি লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতে রাজি ছিলেন না বা স্ত্রী স্বামীর কাছে ধর্মান্তরিত হতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

তিনি বলেন, আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয় যে যদি বিয়ে না হয়, তবে তারা এখন লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতে আগ্রহী। এটাও আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে বলা হয়নি যে ১ নং আবেদনকারী মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করবে।

ইন্ডিয়া জোট স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে: খাড়গে

আপনজন ডেস্ক: আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বৃহস্পতিবার 'ধর্মীয় ও বিভেদমূলক' ইস্যুতে জনগণকে বিভ্রান্ত করার করার জন্য বিজেপিকে নিশানা করলেন। খাড়গে দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার ভাষণে ৪২১ বার 'মন্দির-মসজিদ-মুসলিম' সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং ইন্ডিয়া জোট নিয়ে নানা ব্যঙ্গ করেছেন। খাড়গে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, ইন্ডিয়া জোট নিজেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এবং মোদী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। তিনি বলেন, মানুষ ইভিয়া জোটের দৃষ্টিভঙ্গিকে

"সমর্থন" করেছেন। তারা বুঝেছেন বিজেপিকে আরও একবার ক্ষমতায় আনা হলে গণতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটবে। সপ্তম ও শেষ দফার নির্বাচনের প্রচারণা শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, জনগণ ৪ জুন একটি বিকল্প সরকার গঠনের রায় দেবে এবং ইন্ডিয়া জোট দেশকে একটি 'অন্তর্ভুক্তিমূলক, জাতীয়তাবাদী, উন্নয়নমূলক সরকার' উপহার দেবে। মোদি ও বিজেপি নেতারা নজর ঘোরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ২০২৪ সালের



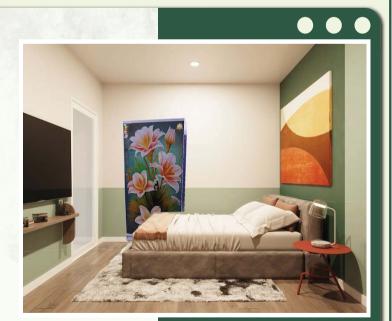
নির্বাচন দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে কারণ ধর্ম, লিঙ্গ, বর্গ ও ভাষার মানুষ গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তিনি বলেন, আপনি ্যদি বিজেপির

তিনি বলেন, আপনি যদি বিজেপির প্রচার এবং গত ১৫ দিনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন মোদি কংগ্রেসের

নাম নিয়েছেন ২৩২ বার, নিজের নাম নিয়েছেন ৭৫৮ বার এবং ৫৭৩ বার তিনি ইন্ডিয়া জোট এবং বিরোধী দলগুলির সম্পর্কে কথা বলেছেন। কিন্তু একবারের জন্যও তিনি বেকারত্বের কথা বলেননি। এর থেকে বোঝা যায় উনি মানুষের সমস্যা নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন। জাতপাত বা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রচার না করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "তিনি (মোদি) সমাজকে বিভক্ত করার জন্য 'মন্দির, মসজিদ, মুসলিম' এবং অন্যান্য ধর্মের বিষয়ে কথা বলেছেন। 'মুসলিম, পাকিস্তান, সংখ্যালঘু'দের কথাও ২২৪ বার

উল্লেখ করেছেন তিনি। দলিতদের প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত বলে ইন্ডিয়া জোটের কিছু শরিকের দাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, দলিত হওয়ায় তিনি দলের কাছ থেকে কিছু দাবি করেননি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বিষয়টি বিরোধী জোটে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এবারের নির্বাচনে মোদীর রেকর্ড ২০৬টি জনসভা করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে খাড়গে বলেন, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী এত প্রচার করেননি। তিনি এখন এত বেশি জনসভা করলেও হয়তো জানতে পারছেন বিজেপি আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না।

Ringa 2011



নামি, তবে দামি নয়



शिएषात कारिए RIMEX নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন



স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন ১ ১৭৩২৮৮০১১০

rimexsteelandironofficial@gmail.com

প্রতার্থ প্রার্থ M. - 9874033075 / 9153164518 আলহাজ মুফতি আতিকুর রহমান সাহেব দারা পরিচালিত

रामार्ग प्रातिहर

১৫ থেকে ১৭ দিনের স্পেশাল উমরাহ্ প্যাকেজ

Standard Package

Offer Price

₹85,000/
Regular Price

₹95,000/-

VIP Package
Offer Price
₹ 95,000/Regular Price
₹ 1,10,000/-

Golden Package

Offer Price

₹1,10,000/
Regular Price

₹1,30,000/-

বিঃ দ্রঃ-মিথ্যা অফারের প্ররোচনায় না পড়ে, সঠিক এবং উন্নত পরিষেবা পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ডিসকটিন্টের জন্য নয়

ক্লাইট টিকিট যাওয়া ও আসা (কোলকাতা) ⇒ ইন্সুরেন্স সহ উমরাহ ভিসা।

কুফে সিস্টেমে স্থুসাদু রুচিসম্মত বাঙালি খাবার ৩ টাইম।

⇒ অভিজ্ঞ মোয়াল্লিম দ্বারা মক্কা-মিদনার দশনীয় স্থান সমূহ জিয়ারাত।

→ মক্কা ও মদিনায় খুবই কাছাকাছি (ওয়াকিং ডিসটেন্সে) উন্নতমানের হোটেলে রাখা হয়।

⇒ অগ্রিম বুকিং করলে বিশেষ ছাড় ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে।

অফিসঃ ময়দা, জয়নগর, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

প্রথম নজর

বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে ছিনতাই



নিজস্ব প্রতিবেদক 🗕 উলুবেড়িয়া আপনজন: বিয়েবাড়ি সেরে ফেরার পথে কনেযাত্রীর গাড়ি আটকে ছিনতাইয়ের ঘটনা ১৬নং জাতীয় সড়কের ওপর উলুবেড়িয়ার নরেন্দ্র মোড়ের কাছে।জানা গিয়েছে,বিয়ে বাড়ি সেরে বুধবার গভীর রাতে দুটি অটোতে করে পাঁচলায় ফিরছিলেন কয়েকজন কনেযাত্রী। অভিযোগ,সেই সময় উলুবেড়িয়ার ১৬নং জাতীয় সড়ক নরেন্দ্র মোড়ের কাছে দুটি অটোকে আটকায় ছিনতাইকারীরা। অটোতে থাকা মহিলাদের কাছ থেকে সোনার গহনা ও মোবাইল ছিনতাই করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি একটি গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়।সেই সময় বাধা দিতে গেলে কয়েকজন মহিলা ও পুরুষকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে যান উলুবেড়িয়া থানার পুলিস। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।তবে এখনও পর্যন্ত কোনও দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।তবে অভিযুক্তদের খোঁজে

দঁকে দুদিনের ঈসালে সওয়াব

তল্লাশি চালানো হচ্ছে।



নুরুল ইসলাম 🔎 হরিপাল আপনজন: হুগলি হরিপাল দঁক খানকাহ শরীফের দদিন ব্যপি ঐতিহাসিক প্রাচীন ঈসালে সওয়াব মাহফিল বৃহস্পতিবার সকালে শেষ হয়। পীর আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা ইমরান সিদ্দিকী পীরজাদা মেহরাব সিদ্দিকী, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী, পীরজাদা আম্মার সিদ্দিকী, পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী ,পীরজাদা আসেমবিল্লাহ সিদ্দিকী ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সহ অনেক পীরসাহেব এবং বিশিষ্ট মাওলানাগন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১০৭ বছরের প্রাচীন সভায় পীর আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী প্রতিশ্ঠিত হাফেজিয়া কোরানীয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের এবারে পাগড়ি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। মোজাদ্দেদে যামান ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত দাদা হুজুর এই দঁক এলাকায় হিজরত করেছিলেন।এই স্থানে দাদা হুজুরের বসত বাড়িও রয়েছে। এখানেই অধিকাংশ বর্ষীয়ান পীরসাহেবগন জন্মগ্রহন করেছিলেন বলে জানা যায়।ফলে গ্রামাঞ্চলকে দাদা হুজুর শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছিলেন। তারপর বড়ো হুজুর পীর এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্হাপন করেন।পাশে ছিলেন আর চার হুজুর পীর সাহেব।

পতাকা গোষ্ঠীর নয়া অফিস আরামবাগে



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 হুগলি আপনজন: প্রখ্যাত শিল্প গোষ্ঠী পতাকা ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড এর হুগলি জেলার আরামবাগ শহরে নতুন অফিসের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মানব দরদী শিক্ষা অনুরাগী আলহাজু মোস্তাক হোসেনের ছোট পুত্র শাহিল হোসেন। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন পতাকা

রাজু আনসারী 🔵 অরঙ্গাবাদ

মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহন করায় ফের

একবার মা ও নবজাতককে ফুলেল

পরিবারের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার

এমনই অনন্য চিত্র ধরা পড়লো

মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত

মহেশাইল গ্রামীন হাসাপাতালে।

ফুলের গাড়ি সাজিয়ে মালা দিয়ে

বরণ করে এবং মিষ্টি মুখ করে

স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যান তরিকুল

ইসলাম ওরফে সামিম নামে ওই

যুবক। সঙ্গে দেন নবজাতকের নানু

মোহাম্মদ বাসিরউদ্দিন। পরিবারের

হাসপাতাল চত্ত্বরে হইহই রব পড়ে

আজাদনগর বেলতলা গ্রামের যুবতী

লিমা খাতুনের সঙ্গে বিয়ে হয় সুতি-

তরিকুল ইসলাম ওরফে সামিমের।

মঙ্গলবার রাতে প্রসব বেদনা নিয়ে

মহেশাইল হাসাপাতালে ভর্তি করা

হয় লিমা খাতুনকে। বুধবারই কন্যা

সন্তানের জন্ম দেন তিনি।

বহস্পতিবার হাসাপাতাল থেকে

ছুটি দেওয়া হয় তাকে। এদিকে

কোনো কন্যা সন্তান। প্রথমবার

কন্যা স্প্তান আসায় খুশিতে

আহ্লাদিত হয়ে যান তিনি।

মেয়ে হওয়ায় এবং বাড়িতে প্রথম

তরিকুল ইসলামের বাড়িতে ছিল না

১ ব্লকের সাদিকপুর পঞ্চায়েতের

রঘুনাথপুর মদনা গ্রামের যুবক

এমন উদ্যোগ দেখে কার্যত

যায়। সাধুবাদ জানান রোগীর

জানা গিয়েছে, বছর দেড়েক

আগেই সুতি থানার অন্তর্গত

আত্মীয় স্বজনরা।

আপনজন: পরিবারে একমাত্র

সংবর্ধনা দিয়ে নিয়ে গেলেন

আধিকারিক গণেশ সেন, সমাজ সেবী জাহাঙ্গীর আলম, কাজী মোস্তফা, নাবাবিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাহিদ আকবার সহ পতাকা পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থাকা শুভানুধ্যায়ীরা। এদিন সকাল থেকে মাদ্রাসার ছাত্ররা কোরআন পাঠ করে। দোয়া করেন আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যাপক আলহাজ্ব মাওলানা মনজুর আলম কাসেমী সাহেব।

কন্যা সন্তান হওয়ায় উৎসব পরিবারে বাংলার উন্নয়ন



মনিরুজ্জামান

হাড়োয়া আপনজন: আগামী ১ জুন শনিবার সপ্তম তথা শেষ দফায় বসিরহাট লোকসভার ভোট। এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন হাজি সেখ নুরুল ইসলাম। এই কেন্দ্রে এবার মোট ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বসিরহাট লোকসভার অন্তর্ভুক্ত বাদুড়িয়া,বসিরহাট দক্ষিণ, বসিরহাট উত্তর, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখাঁ, হাড়োয়া এই সাতটি বিধানসভার সবকটিই তণমল কংগ্রেসের দখলে। বহস্পতিবার হাডোয়া বিধানসভার বেলিয়াঘাটা ব্রিজ সংলগ্ন ময়দানে শেষ লগ্নের প্রচারে এলাকার মানুষের উপচে পড়া ভিড় নজর কাড়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বদের। প্রার্থী হাজি সেখ নুরুল ইসলামের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, বসিরহাট লোকসভা নির্বাচনী কোর কমিটির অন্যতম সদস্য জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, জেলা পরিষদের সদস্য ঊষা দাস,আব্দুর রউপ, গিয়াসউদ্দিন, দেবু ঘোষ প্রমুখ। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, লোকসভা নির্বাচনের পর বিরোধী দলের নেতা বাতেলাবাজ শুভেন্দু অধিকারী বাংলা ছাড়া হবে। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ধরাছোঁয়ার

তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে ঢাল



বাইরে।

চাঁদা গ্রামের কালভার্ট যেন মরণফাঁদ, বিপাকে এলাকাবাসী!

হয়েছে, কিন্তু ভাঙা অংশ সংস্কার হয়নি। দুর্ঘটনার ঝাঁকি নিয়ে চলাচল করছেন যানবাহন সাধারণ মানুষ। এটি ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকে বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলে পঞ্চগ্রাম এর শেষ ও চাঁদা গ্রামের শুরুতে একটি কালভার্টের বেহাল অবস্থান। প্রায় এক কিলোমিটারের বেশি এই কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন দু তিন গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ।রাস্তার কালভার্টটি ভেঙে গিয়ে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। ১ মাস আগে কালভার্টটির মাঝ বরাবর অনেকখানি জায়গা ভেঙে গেলেও এখন পর্যন্ত তা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করা পথচারী ও যানবাহন চালক সহ আশপাশের কয়েক গ্রামের হাজার হাজার জনসাধারণকে চরম দর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে যাতায়াত ভোগান্তিতে পড়ছে প্রতিনিয়ত। বিপদজনক কালভার্টের বিশাল গর্তে ছোট-বড় নানা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন পথচারীরা।সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কালভার্টটির অর্ধেক অংশের

ঢালাই ধসে গিয়েছে,দেখা দিয়েছে

বিশাল গর্ত। বাকি যেটুকু আছে

আপনজন: কালভার্টের এক পাশ ভেঙে গর্ত তৈরি হয় প্রায় এক মাস আগে। এরপর দিনে দিনে গর্ত বড

> তাও যে কোন মুহুর্তেই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে রাতের বেলায় এই কালভার্টের ওপর দিয়ে যাতায়াতকালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায়। স্থানীয়রা জানান হাটবাজারে কৃষিপণ্য সরবরাহ করা, হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাতায়াতে কিংবা অন্যান্য কাজে বাজারের সাথে যোগাযোগ করতে প্রতিদিন এই রাস্তায় কয়েকশ মোটরসাইকেল, টটো ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীসহ আসা-যাওয়া করে। এছাড়াও চাঁদা গ্রামের শত শত স্কুল পড়ুয়া সহ প্রাথমিকের গন্ডি না পেরোনো শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের প্রধান রাস্তা এটি।

প্রাণঘাতী কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগে

স্থানীয়দের। স্থানীয় টটো চালক রা

বলেন,এই খানে গাড়ি চালাতে

খুব দ্রত এখানে একটি নতুন

কালভার্ট মেরামতের দাবি

আমাদের অনেক সমস্যা হয়। যতটুকু সম্ভব সাবধানে চালাই কিন্তু অনেকেরই খেয়াল থাকে না। চলতি অবস্থায় অনেকে এসে গর্তের মুখে পড়ে দুর্ঘটনার স্বীকার হয়। আমরা চাই এইখানে নতুন একটা মজবুত ভাবে কালভার্ট নির্মাণ করা হোক। উল্লেখ্য কয়েক বছর আগে তৎকালীন গ্রাম সদস্য আনোয়ার লস্করের আমলে এটি নির্মাণ করা হয়েছিলো। স্থানীয় এক মহিলা জানান, কালভার্টটি তো অনেক আগে কোনরকম জনসাধারণ মানুষ ও হালকা যানবহন চলার জন্য নির্মান করা হয়েছিল, এখন এর উপর ভারী যানবাহন চলাচল এর জন্য যার কারনে এটি ভেঙে এখন নাজেহাল অবস্থা। এখানে ভেঙে গর্ত তৈরি হওয়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াতে সমস্যা পোহাতে হয়।

বাল্য বিবাহ রোধে অনুষ্ঠিত সচেতনতা সভা



অমরজিৎ সিংহ রায় 🗕 বালুরঘাট আপনজন: বাল্য বিবাহ মুক্ত গ্রাম গড়তে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ সচেতনতা শিবির। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরাম থানার অন্তর্গত অমৃতপুর এলাকায় আয়োজিত এদিনের এই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বাহিচা এলাকার মিশনারী চার্জ এর ফাদার উইলিয়াম ডিশোজিল, শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষ, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যরা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। এদিনের সচেতনতা শিবিরে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ করতে কিভাবে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এক্ষেত্রে কি ধরনের সরকারি সহযোগিতা পাওয়া যায় সেই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ডাকাতির ছক বানচাল করল



আমীরুল ইসলাম

(বালপর আপনজন: ডাকাতির ছক বানচাল করল শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।শান্তিনিকেতন থানার অন্তৰ্গত সিয়ান এলাকায় মহকুমা হাসপাতালে পাশ থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করল শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও বেশকিছু টাকা উদ্ধার করেছে। বুধবার গভীর রাতে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই চারজন বাসে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জডো হয়েছিল। ওই চারজনকে আজ বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। শান্তিনিকেতন থানার পুলিশের তরফে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজত চাওয়া হবে বিচারকের কাছে তদন্তের জন্য।

খিচুড়িতে টিকটিকি, শিশু-প্রসৃতি সহ ৫৪



সঞ্জীব মল্লিক 🔎 বাঁকুড়া আপনজন: ফের টিকটিকি মিলল আইসিডিএস কেন্দ্র থেকে দেওয়া রান্না করা খিঁচুড়িতে। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের পুয়াড়া আইসিডিএস কেন্দ্রে। ওই খিঁচুড়ি খেয়ে দু'জন অসুস্থ বোধ করায় শিশু ও প্রসুতি মিলিয়ে মোট ৫৪ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় ইন্দপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আপাতত তাঁদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। আইসিডিএস কেন্দ্রে খাবারে টিকটিকি পড়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে আইসিডিএস বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের পুয়াড়া

গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বেশ বেহাল। বেহাল ওই কেন্দ্রে অন্যান্য দিনের মতোই আজ এলাকার শিশু ও প্রসূতিদের রান্না করা খিঁচুড়ি দেওয়া হয়। রান্না করা খিঁচুড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যান

শিশু ও প্রসুতিরা। বাড়িতে ওই খিঁচুড়ি খাওয়ার সময় তার মধ্যে একটি টিকটিকি পড়ে থাকতে দেখেন এক অভিভাবক। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক তৈরী হয়। খিঁচুড়ি খেয়ে দুজন সাময়িক অসুস্থ বোধ করায় আর ঝ্রাক নিতে পারেনান অন্যান্য অভিভাবকরা। স্থানীয়রাই ওই খিঁচুড়ি খাওয়া শিশু ও প্রসূতি মিলিয়ে মোট ৫৪ জনকে দ্রুত নিয়ে যায় ইন্দপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কোনো শিশু বা প্রসুতিরই অসুস্থতা তেমন গুরুতর না হলেও সকলকেই ৬ ঘন্টা পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা। আইসিডিএস কর্মীদের দাবী আইসিডিএস কেন্দ্রে খিঁচুড়ি দেওয়ার সময় তাতে টিকটিকি ছিলনা। খিঁচুড়ি বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর ওই খাবারে টিকটিকি পড়ে থাকতে পারে বলে দাবী আইসিডিএস কর্মীদের।

আদিবাসী গ্রামে ডাইনি সন্দেহে বেধড়ক পিটুনি



সেখ রিয়াজুদ্দিন 🗕 বীরভূম নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 মালদা আপনজন: আদিবাসী গ্রামে ফের আপনজন: গত ১৩ ই মে চতুর্থ পর্যায়ে বীরভূম জেলার দুটি আসনে কুসংস্কারের ছায়া। গ্রামের তৃণমূল লোকসভা নির্বাচন সম্পর্ন পঞ্চায়েত সদস্যা অসুস্থ বেশ হয়।আগামী ৪ ই জুন রয়েছে কিছুদিন ধরে। কারণ খুঁজতে উঠে লোকসভা ভোটের গননা তথা এসেছিল গ্রামেরই এক মহিলার নাম। এনিয়ে গ্রামে সভাও হয়। ফলাফল ঘোষিত হবে।তার আগেই সভার নিদানে ওই মহিলাকে জেলা পুলিশ তৎপর।লোকসভা ভোটের ফলাফল পরবর্তীতে প্রতি ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রামের আদিবাসী সমাজ। অভিযোগ, হিংসা প্রতিরোধে এবং শান্তি শঙ্খলা এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন বজায় রাখতে বীরভূম জেলা পুলিশ ওই পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর প্রশাসনের উদ্যোগে ও লোকপুর থানার আয়োজনে বৃহস্পতিবার স্বামী। লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় স্থানীয় থানা চত্বরে সর্বদলীয় তাঁরা ওই মহিলাকে নিয়ে যান পাশের গ্রামের এক গুর্ণানের শান্তি কামটির বিশেষ বৈঠক আয়োজিত হয়। প্রসঙ্গত, বীরভূম কাছে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় লোকসভা আসনে গত ১৩ই মে প্রতিবেশী আরও এক মহিলাকে। অনেকটা সময় ধরে তুকতাকের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ফলাফল ঘোষণা হবে ৪ই জুন, ভোট পর গুণিন ওই মহিলার দুই কানে ফলাফলের পরবর্তী সময়ে বীরভূম লোহার শিকের খোঁচা দিয়ে তাঁকে আরও একবার ডাইনি ঘোষণা লোকসভার অন্তর্গত লোকপুর থানা এলাকায় যাতে কোনরকম অশান্তি করেন। এরপরেই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ও দলের লোকজন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, সেই ফুসকিন চিহ্নিত মহিলাকে বেধড়ক উদ্দেশ্যেই এদিনের এই বৈঠক বলে মারধর করেন বলে অভিযোগ। জানা গেছে। পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ডাইনি ঘোষিত মহিলার গলা টিপে খুনের চেষ্টা করেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে

গণনা পরবর্তী ট্রাকের ধাক্বায় পথচারীর মৃত্যু হিংসা রুখতে থানার বৈঠক এলাকায় শোক



কুতুব উদ্দিন মোল্লা

ক্যানিং আপনজন: ট্রাকের ধাক্কায় এক পথচারীর মৃত্যু হল।মৃতের নাম মোক্তার আলি সরদার (৬৬)।বৃহষ্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভাঙনখালির কলতলা এলাকায়।বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহ টি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে ওই ব্যক্তি স্থানীয় ভাঙনখালি তে একটি রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের কাজ মিটিয়ে চাঠালবোডয়া পঞ্চায়েতের শিমূলতলা এলাকার বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় একটি ট্রাক বাসন্তীর দিকে দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় পথচারী মোক্তার আলি সরদার নামে ওই পথচারী কে ধাকা মারে। ট্রাকের ধাকায় গুরুতর আহত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। সুযোগ বুঝে ট্রাক চালক ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যায়।

জন হাসপাতালে



আর্থিক অনটনে মর্মান্তিক আত্মহত্যা প্রাথমিক স্কুলের পার্শ্ব শিক্ষকের

মোহাম্মদ জাকারিয়া 🔵 রায়গঞ্জ আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রহাটপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্যারাটিচার হাবিবুর রহমানের মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনা এলাকায় শোকের ছায়া ফেলেছে। সামান্য বেতনে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে থাকা হাবিবুর রহমান প্রবল আর্থিক অনটনের দরুন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতি হয়েছেন বলে জানা গেছে। করণদিঘির ব্লকের রানিগঞ্জ পঞ্চায়েতের রহাটপুর গ্রামের মৃত আব্দুল হাই বিশ্বাসের ছেলে হাবিবুর রহমান। দুই মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছে তার। বুধবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের লোকজন তার মৃতদেহ দেখতে পাই। পরিবারের সদস্যরা জানান, আর্থিক অনটনের কারণে তিনি

দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক চাপের

মধ্যে ছিলেন। হাবিবুর রহমানের

এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে তার

পরিবার এবং সহকর্মীরা শোকে



ব্যাপক মার খেতে হয়

প্রতিবেশীকেও।

রহটপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্যারাটিচার হিসেবে কাজ করতেন। তার বেতন অত্যন্ত সামান্য ছিল, যা দিয়ে পরিবারের দৈনন্দিন খরচ চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, হাবিবুর প্রায়ই আর্থিক সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকতেন এবং তার ফলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতনের নিম্নমান এবং কাজের চাপ তাকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে তোলে

মৃতদেহ রায়গঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পোস্টমর্টেমের জন্য। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্টের পরই প্রকৃত কারণ জানা যাবে। হাবিবুর রহমানের পরিবার এখন শোকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তার স্ত্রী ও সন্তানরা এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন হাবিবুর।

কাকলিকে জয়ী করার আহ্বান দেব, শতাব্দীর



এম মেহেদী সানি 🔵 অশোকনগর আপনজন: শনিবার বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন । বৃহস্পতিবার শেষ প্রচারে বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে তারকা প্রচারকদের ভিড় লক্ষ্য করা গেল অশোকনগর বিধানসভা এলাকায়। এ দিন তৃণমূল নেতা ও চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট অভিনেতা দেব, মাগুরখালী ও গুমা ইউনাইটেড ক্লাবের মাঠে জোড়া জনসভা থেকে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। এদিন গুমা জাগ্রত সংঘের মাঠে চপারে নামেন অভিনেতা দেব । সেখান থেকেই প্রথমে স্থানীয়

ইউনাইটেড ক্লাব এলাকায় একটি জনসভায় অংশ নেন তিনি। তারপর সেখান থেকে মাগুরখালী এলাকায় আরেকটি জনসভায় কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর সমর্থনে ভোট প্রচার সারেন অভিনেতা। পাশাপাশি অভিনেত্রী ও তৃণমূল নেত্রী শতাব্দি রায় ও অভিনেতা কৌশিক ব্যানার্জি অশোকনগরের কাজলা মোড় থেকে বনবনিয়া মোড় পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পরে বিল্ডিং মোড়ে জনসভায় বক্তব্য রাখেন। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি ও অশোকনগরের বিধায়ক তৃণমূল নেতা নারায়ণ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই সমস্ত কর্মসূচিতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

পদযাত্রায় 'স্বচ্ছতা পাখওয়াদা' পালিত আসিফ রনি 🔎 নবগ্রাম আপনজন: নবগ্রামে পাওয়ার গ্রিড সাব স্টেশনের উদ্যোগে পদযাত্রার মাধ্যমে স্বচ্ছতা পাখওয়াদা ২০২৪ পালিত হল । শৌচালয়ে মলমূত্র ত্যাগ, যত্ৰতত্ৰ থুথু না ফেলা সহ একাধিক বিষয়ে নবগ্রামের বিভিন্ন স্থানে র্যালির মাধ্যমে বার্তা দেওয়া স্বচ্ছতার।

জানা যায় বিভিন্ন জায়গায় পালিত হচ্ছে স্বচ্ছতা পাখওয়াদা ২০২৪। বৃহস্পতিবার ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ৪০০ কেভি বহরমপুর সুইচিং উপকেন্দ্র নবগ্রামের দক্ষিণ গ্রাম পাওয়ার গ্রিডের পক্ষ থেকে নবগ্রামের বিভিন্ন স্থানে র্যালি করে পালিত হল স্বচ্ছতা পাখওয়াদা २०२8।

এদিন নবগ্রাম ব্লকের নবগ্রাম হসপিটাল থেকে বাসস্ট্যান্ড,চানক,



পলসভা মোড়, দক্ষিণ গ্রামসহ বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে গিয়ে র্যালি

বার্তা দেওয়া হয় মাঠে-ঘাটে পায়খানা না করে শৌচালয় ব্যবহার, যেখানে সেখানে থুথু ও প্রসাব করা সামাজিক ব্যাধি, নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলা। এছাড়াও এদিন সচেতন নাগরিক

হওয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বার্তা দেওয়া হয়। এদিনের র্যালিতে অংশ নেন পাওয়ার গ্রিডের চিপ ম্যানেজার এস কে দাস, ইঞ্জিনিয়ার পল্লব নন্দী, মোঃ ওমর ফারুক, সম্রাট ভট্টাচারিয়া, মাঞ্জাই সাউ, দেবাশিষ দিসরী সহ দক্ষিণ গ্রাম পাওয়ার

গ্রিডের সমস্ত কর্মচারী।

ভেঙে পড়েছেন। হাবিবুর রহমান বলে মনে করা হচ্ছে। হাবিবুরের

প্রথম নজর

আরামদায়ক হজ নিশ্চিতে সৌদিতে নানা ব্যবস্থা



আপনজন ডেস্ক: নানা দেশ থেকে আগত হজযাত্রীদের জন্য আরামদায়ক হজ উপহার দিতে চায় সৌদি সরকার। এ লক্ষে এরই মধ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আরামদায়ক হজ নিশ্চিতে হাজিদের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার একটি রূপরেখাও প্রকাশ হয়েছে।

দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) বরাতে এ খবর প্রকাশ করেছে আরব নিউজ।

আরব নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন জাতীয়তার হজযাত্রীদের মসজিদে নববীতে আসার পর তাদের নাম নথিভুক্ত করা হবে। গ্র্যান্ড মসজিদ এবং মসজিদে নববী কর্তৃপক্ষ হজ পালন করতে যাওয়া মুসল্লিদের ব্যাপক মাত্রায় যত্ন-আত্তি নিশ্চিত করবে। এবছর ২৪ ঘণ্টাই জমজমের ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা থাকবে হাজিদের জন্য। জমজম ওয়াটার ডিপার্টমেন্ট এই ব্যবস্থাপনা করবে বলে জানা গেছে। জমজমের উৎস মক্কা থেকে মসজিদে নববীতে প্রতিদিন ৩০০ টন পবিত্র পানি পরিবহন করা হবে। এসব পানি পরীক্ষাগারে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে যায় এবং মসজিদজুড়ে রাখা কয়েক হাজার কুলার যন্ত্রের মাধ্যমে

মুসল্লিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও দুই লাখ ২৮ হাজার মুসল্লির জন্য ছায়া এবং সুরক্ষার অংশ হিসেবে মসজিদে নববীর প্রাঙ্গণে ২৫০টি বেশি সূর্যের তাপরোধক ধাতব নির্মিত ছাউনি স্থাপন করা হয়েছে। ১৫ মিটার উঁচু এবং এমন প্রতিটি ছাউনির ওজন ৪০ টন। এসব ছাউনিতে দৃষ্টিনন্দন স্বর্ণখচিত ও তামার নকশা থাকবে। এগুলোর মধ্যে পানি-নিষ্কাশন ব্যবস্থাও থাকবে। অন্যদিকে, তীব্র তাপ মোকাবিলা করার জন্য ৪৩৬টি মিস্ট-ফ্যান স্থাপন করা হয়েছে। কুয়াশার মতো পানির সঙ্গে ঠান্ডা বাতাস মিশিয়ে হজযাত্রীদের জন্য এক ধরনের শীতল পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। দুটি পবিত্র মসজিদের মেঝে এবং এর আঙিনা বিশেষভাবে আমদানি করা বিরল ধরনের সাদা মার্বেল দিয়ে মোড়ানো। যা সূর্যের তাপকে শোষণ করে আর্দ্রতা ধরে রাখে শীতল থাকতে সহায়তা করে। এতে মুসল্লিরা খালি পায়ে স্বস্তির সঙ্গে হাঁটতে পারবেন।

এছাডাও মার্বেল পাথরগুলো সয়ত্নে

কিবলামুখী করে স্থাপন করা

হয়েছে। পাশাপাশি এগুলোর

সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনরায়

সম্প্রসারণের কাজের সময়

ইনস্টল করা হয়।

চলতি বছর ২৩২২ জনকে হজ করাচ্ছেন সৌদি বাদশাহ

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে বিশ্বের ৮৮টি দেশের দুই হাজারেরও বেশি ইসলামী ব্যক্তিত্ব পবিত্র হজ করবেন। এ বছর সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজের বিশেষ নিমন্ত্রণে এক হাজার ফিলিস্তিনিসহ বিশ্বের ৮৮টি দেশের দুই হাজার ৩২২ জন হজ করবেন। সৌদি আরবের বার্তা দংস্থা এসপিএ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। সৌদি আরবের ইসলাম ও দাওয়াহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে 'গেস্ট প্রগ্রাম ফর হজ অ্যান্ড ওমরাহ'র অংশ হিসেবে এ ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে যমজ পরিবারের ২২ জন সদস্য রয়েছেন, যাদের সফল অস্ত্রোপচারে বিচ্ছেদ করা হয়, তাদেরও হজের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ইসরায়েলি হামলায় হতাহত বা কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোর এক হাজার ব্যক্তিকে হজ করানো হচ্ছে। এদিকে প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩০ জনের একটি দল সৌদি সরকারের অতিথি

হিসেবে হজ করবে। এরই মধ্যে

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২০মি.

ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২১ মি.

তাহাজ্জুদ ১০.৫১



রাজধানীর বারিধারায় সৌদি দৃতাবাসে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কাছে ইহরামের কাপড় হস্তান্তর করা হয়। দেশটির ইসলামবিষয়ক মন্ত্ৰী ড. আবদুল লতিফ আল-শেখ বলেন, প্রতিবছর সৌদি সরকারের অর্থায়নে নির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তির হজের ব্যবস্থা করা হয়। বাদশাহ সালমানের অর্থায়নে হজ করতে আসা অতিথিদের এমন জমায়েত ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সদ্য করতে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে ইসলাম ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের প্রতি সৌদি বাদশাহ ও যুবরাজের অবিরাম আগ্রহ মূর্ত হয়েছে। এর আগে, ২৬ বছর আগে সৌদি আরবের বাদশাহ কর্তৃক 'গেস্ট প্রোগ্রাম ফর হজ অ্যান্ড ওমরাহ' চালু করা হয়।

ইসরায়েল থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করল ব্রাজিল



ইসরায়েলি গণহত্যার কঠোর এ নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে নামাজের সময় সাচ ইসরায়েল ও ব্রাজিলের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এমন ওয়াক্ত শুরু শেষ ফজর 0.20 8.65 রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করেছেন 35.08 যোহর ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা আসর 8.55 মাগরিব ७.२১ এশা 4.85

মেক্সিকোয় ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে সংঘর্ষ

দেশে ছড়িয়ে পড়ছে ইহুদিবাদী ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ। এবার মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে দাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘাতের এক পর্যায়ে ইসরায়েলি দূতাবাসে আগুন দিলো ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীরা। আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মেক্সিকো সিটির লোমাস ডি চ্যাপুলটেপেক এলাকায় অবস্থিত ইসরায়েলি দৃতাবাসের বাইরে মুখোশ পরে বিক্ষোভ করছিল বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের পথ আটকে রাখায় দাঙ্গা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়লে সেখানে এই সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় ইসরায়েলি বাহিনীর সাম্প্রতিক বিমান হামলায় ৪৫ জন ফিলিস্তিনি নিহতের প্রতিবাদে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন মেক্সিকান ফিলিস্তিনপন্থিরা। সেই অনুযায়ী লোমাস ডি শাপুলটেপেকে বুধবার জড়ো হন প্রায় ২০০ ফিলিস্তিনপন্থি

আপনজন ডেস্ক: ক্রমেই দেশে



আন্দোলনকারী কিন্তু দাঙ্গা পুলিশ আগে থেকেই সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে অবস্থান নেয়ায় তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের। এ সময় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে এবং বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটপাটকেল কুড়িয়ে নিয়ে পাল্টা হামলা চালায়। এসময় বিক্ষোভকারীরা দৃতাবাসের বাইরে আগুন ধরিয়ে দেয়। মেক্সিকান পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, মেক্সিকো সিটির লোমাস ডি শাপুলটেপেক এলাকায় অবস্থিত ইসরায়েলের দূতাবাসে আগুনে

দেয়াল ও দেয়ালের ভেতরের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মূল ভবনের কোনো ক্ষতি হয়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিও চিত্রে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সামনে এগিয়ে এসে ব্যারিকেড সরানোর চেষ্টা করছেন, আর পেছন থেকে কয়েকজন বিক্ষোভকারী দূতাবাস লক্ষ্য করে পাথর ও মলোটভ ককটেল (পেট্রোল বোমা) ছুড়ে মারছেন। আগুন লেগেছে এই পেট্রোল বোমার জেরে।

জাতিসংঘে রাইসির প্রতি সম্মান প্রদর্শন অনুষ্ঠান, কী করবে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ইরানি প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির প্রতি সম্মান জানাবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। তবে এই উদ্যোগ বয়কট করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার এক মার্কিন কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানায় রয়টার্স। প্রথাগতভাবে ১৯৩ সদস্যের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কোনো দেশের ক্ষমতাসীন নেতা মারা গেলে তার প্রতি সম্মান জানানো হয়। এ উদ্যোগের অংশ নিয়ে ইব্রাহিম রাইসিকে নিয়ে বক্তব্য রাখবেন সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা। নাম না প্রকাশের শর্তে এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, আমরা কোনোভাবেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবো না। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বয়কটের বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের কূটনীতিক মিশনের কাছে এ বিষয়ে মন্তব্য চাওয়া হলে তারা মন্তব্য করতে



অস্বীকার করে। গত ১৯ মে আজারবাইজান সীমান্তের কাছে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। ঐ মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, জাতিসংঘের উচিৎ কয়েক দশক ধরে ইরানকে শোষণকারী এই নেতাকে স্মরণ না করে বরং দেশটির জনগণের পাশে দাঁড়ানো। রাইসি অসংখ্য ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যার মধ্যে আছে ১৯৮৮ সালে হাজারো রাজনৈতিক বন্দিকে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা। রাইসির মৃত্যুর পর ২০ মে ভিন্ন

প্রসঙ্গের এক বৈঠকের শুরুতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করে। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রদৃত রবার্ট উড অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৈঠকের বাকি ১৪ অংশগ্রহণকারীর পাশে দাঁড়িয়ে এই উদ্যোগে অংশ নেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে তারা রাইসির মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিক শোক প্রকাশ করেছে। ২০ মে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কার্বি জানান, প্রশ্নাতীতভাবে বলা যায়, তিনি এমন এক মানুষ ছিলেন যার হাতে ছিল অনেক মানুষের রক্ত। ইরানের প্রতি শোক প্রকাশ করে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের বিরাগভাজন হয়েছে বাইডেন প্রশাসন।

২০২১ সালে ইরানের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন রাইসি।

সৌদির পাঠ্যবইয়ের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হয়েছে ফিলিস্তিনের নাম।

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ সৌদি আরবের পাঠ্যবইয়ে থাকা বেশিরভাগ মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিনের নাম মুছে ফেলা হয়েছে। ইম্পেক্ট-সি নামের একটি ইসরায়েলি এনজিও ও পর্যবেক্ষক সংস্থা এই তথ্য জানিয়েছে। সৌদির পাঠ্যবই গুলোতে গত পাঁচ বছরে কী ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে সেটি নিয়ে গবেষণা করেছে



সংস্থাটি। সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশ হওয়া ৩৭১টি পাঠ্যবই পর্যালোচনা করেছে এবং

খুঁজে বের করেছে বইগুলো থেকে কী কী বাদ দেওয়া হয়েছে, পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কোন বিষয়গুলো রাখা হয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে– দ্বাদশ শ্রেণির সামাজিক শিক্ষার একটি বই যেটিতে 'ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একটি বর্ণবাদ' নামের বিষয় ছিল– সেই বইটি ২০২৩ সাল থেকে পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভেঙে দেওয়া হল ব্রিটেনের পার্লামেন্ট



আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে আগামী ৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন। এজন্য বহস্পতিবার ভেঙে দেওয়া হয়েছে দেশটির পার্লামেন্ট। ধারণা করা হচ্ছে, টানা ১৪ বছরের কনজারভেটিভদের শাসনের পর এবারের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশটিতে লেবার পার্টি শাসনক্ষমতায় ফিরতে পারে। নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের ৬৫০টি আসন মধ্যরাত থেকে শূন্য হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পাঁচ সপ্তাহের নির্বাচনী প্রচারণা আনুষ্ঠানিকভাবে

শুরু হয়েছে। স্থানীয় সময় গত ২২ মে বিকেলে লন্ডনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে হাজির হয়ে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগেই এই নির্বাচনের ঘোষণা দেন তিনি। বিশ্লেষকদের মতে, ক্রমেই জনপ্রিয়তা কমতে থাকা ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্চসহ নানা চাপে ছিলেন ঋষি সুনাক। তাই, আগাম নির্বাচন করে পার পাইতে চাইছেন তিনি।

যে কারণে গাজা যুদ্ধে জিততে পারবে না ইসরায়েল



আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধোত্তর কৌশল না থাকা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আবারো ইসরায়েলকে দৃঢ়ভাবে সতর্ক করেছে। যুদ্ধ শেষ হলে কীভাবে এই অঞ্চলটি শাসিত ও স্থিতিশীল হবে সে সম্পর্কেও খোলা প্রশ্ন রেখেছে দেশটি। বুধবার মলদোভানের রাজধানী চিসিনাউতে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, যুদ্ধ শেষ হলে পরের দিন কী হবে সেই পরিকল্পনা ছাড়া গাজা যুদ্ধে জিততে পারবে না ইসরায়েল। হামাসের পরাজয় নিশ্চিত করতে এবং গাজায় নিরাপতা ও শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য ইসরায়েলের একটি পরিকল্পনা তৈরি করা 'অবশ্যক'। তিনি আরো বলেন, হামাসের সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় 'প্রকৃত সাফল্য' অর্জন করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। তবে তিনি সতর্ক করেছেন, গাজার ভবিষ্যতের বিষয়ে ইসরায়েলের সরাসরি বরং গাজা এবং পশ্চিম তীর ভূমিকা থাকা উচিত নয়। ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণেই রাখতে ব্লিংকেন বলেন, যদি তেমন কিছু হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে হবে। এজন্য তারা হামাসকে সেখানে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ দেখতে সম্পূর্ণরূপে নির্মূলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

ব্লিংকেন আরো বলেন, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা না থাকলে হামাসের হাতেই দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হবে, যা অগ্রহণযোগ্য। অথবা যদি সেটি নাও হয়, তাহলে আমরা সেখানে বিশঙ্খলা, অনাচার দেখতে পাবো এবং সেখানে একটি ক্ষমতা-শূন্যতা সৃষ্টি হবে যা শেষ পর্যন্ত হামাস গোষ্ঠীর মাধ্যমেই আবার পূর্ণ হবে বা হয়তো এমন কিছ - যদি কল্পনাও করা হয় - যা আরো মার্কিন কর্মকর্তারা প্রকাশ্যেই ইসরায়েলকে তথাকথিত যুদ্ধ শেষে হওয়ার 'পরবর্তী দিনের পরিকল্পনার' জন্য চাপ দিচ্ছেন। তারা বলছেন, যুদ্ধের পর 'সংস্কারকৃত' ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) মাধ্যমেই গাজার শাসন থাকা উচিত। তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রের এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। তিনি বলেন, গাজার নিয়ন্ত্রণ ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের কাছে নয়

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজা ইস্যুতে মতপার্থক্য, আরেক মার্কিন কর্মকর্তার পদত্যাগ



ইসরায়েলের গণহত্যাকে সমর্থন দেয়ার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসনের আরেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা চলতি সপ্তাহে পদত্যাগ করেছেন। ইসরায়েল গাজায় মানবিক সহায়তায় বাধা দিচ্ছে না বলে সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন সরকারের প্রতিবেদনের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ওই কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন বলে দুই কর্মকর্তা ওয়াশিংটন পোস্টকে জানিয়েছেন। বিদায়ী কর্মকর্তা, স্টেসি গিলবার্ট, স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যুরো অফ পপুলেশন, রিফিউজিস আান্ড মাইগ্রেশনে কাজ করেছেন। গিলবার্ট মঙ্গলবার কর্মীদের কাছে একটি ইমেল পাঠিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ সিদ্ধান্তে ভুল ছিল যে ইসরায়েল গাজাকে মানবিক সহায়তায় বাধা দেয়নি। এর আগে এপ্রিলে ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান যুদ্ধে ওয়াশিংটনের নীতির সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে পদত্যাগ করেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র। তার নাম হালা রাহরিত। তিনি আরবি ভাষার মুখপাত্র ছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইনে দেওয়া এক বার্তায় হালা রাহরিত বলেন, টানা ১৮ বছর আমি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করেছি। চলতি এপ্রিলে পদত্যাগ করেছি। গাজা নীতি নিয়ে মতপার্থক্য থাকায় চাকরি ছেড়েছি আমি। গাজা নিয়ে মার্কিন নীতির প্রতিবাদে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেওয়া তৃতীয় ব্যক্তি

গাজা-মিশর পুরো সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ নিল ইসরায়েল



আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা ও মিসরের মধ্যকার সীমান্ত বরাবর একটি বাফার জোনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ইসেরায়েল। বুধবার (৩০ মে) দেশটির সেনাবাহিনী এই তথ্য জানিয়েছে। এই এলাকা দখলের ফলে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের পুরো স্থল সীমান্তের উপর কর্তৃত্ব পেয়েছে

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে ইতালির প্রতি এরদোগানের আহ্বান



আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় সমালোচনা করে আসছে ব্রাজিল। উত্তেজনার মধ্যেই ইসরায়েল থেকে সিলভা। বুধবার এ বিষয়ে সরকারি একটি গেজেট জারি করেছে ব্রাজিল সরকার। তবে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।



আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। ফোনে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি হামলার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বুধবার আলোচনার মধ্যে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইতালির প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। খবর ডেইলি সাবাহর। এরদোগান আশা প্রকাশ করেছেন- ইতালি,

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে। তিনি আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা এবং ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে সহিংস হামলা বন্ধ করতে ইসরাইলি প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন ওই ফোনালাপে। এরদোগান বলেন, ফিলিস্তিনের বিষয়ে তুরস্কের অগ্রাধিকার ছিল অবিলম্বে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, বন্দিদের মুক্তি এবং গাজায় মানবিক সহায়তার নিরবচ্ছিন্ন বিতরণের সুযোগ। গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আঙ্কারা ফিলিস্তিনিদের কারণের কট্টর রক্ষক এবং ইসরাইলের তীব্র সমালোচনা করে আসছে। এ পর্যন্ত ইসরাইলে হামাসের আন্তঃসীমান্ত আক্রমণের প্রতিশোধ হিসাবে ৩৬ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যাদের বেশিরভাগই মহিলা এবং শিশু।

১ বছরে জার্মানির নাগরিকত্ব পেয়েছেন ২ লাখের বেশি বিদেশি



আপনজন ডেস্ক: গেল বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে ১৫৭টি দেশের ২ লাখ ১০০ বিদেশি জার্মানির নাগরিকত্ব পেয়েছেন। সংখ্যাটি তার আগের বছরের তুলনায় অন্তত ১৯ শতাংশ বেশি। ২৮ মে দেশটির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর জানিয়েছে, ২০০০ সালের পর রেকর্ড সংখ্যক বিদেশি জার্মানির নাগরিকত্ব পেয়েছেন। জার্মান পাসপোর্ট পাওয়ার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে সিরিয়া, তুরস্ক, ইরাক, রোমানিয়া এবং আফগানিস্তানের নাম। সর্বোচ্চ সংখ্যক ৭৫ হাজার পাঁচশ সিরীয়

নাগরিক গত বছর জার্মানির নাগরিক হয়েছেন। এসব সিরীয় নাগরিকেরা গড়ে ৬ বছর ৯ মাস ধরে জার্মানিতে ছিলেন। তাদের ৬৪ শতাংশ পুরুষ। ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে অসংখ্য সিরীয় গৃহযুদ্ধ থেকে পালিয়ে জার্মানিতে আশ্রয় নিয়েছেন। এ কারণেই নাগরিকত্ব অর্জনের তালিকায় তারা এগিয়ে রয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ২য় অবস্থানে আছে তুরস্ক ও ইরাকের নাম। গত বছর এ ২ টি দেশ থেকে ১০ হাজার ৭শ জন করে জার্মানির পাসপোর্ট পেয়েছেন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, নাগরিকত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে ইরাকিদের সংখ্যা আগের চেয়ে ৫৭ ভাগ বেড়েছে। আর তুরস্কের ক্ষেত্রে তা ২৫ ভাগ কমেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের শেঙেন জোনে সম্প্রতি আংশিক অন্তর্ভুক্তি পাওয়া রোমানিয়ার ৭ হাজার ৬শ নাগরিক ২০২৩ সালে জার্মান পাসপোর্ট পেয়েছেন।

কুরবানীর ব্যবস্থা

আলহামদুলিল্লাহ গত উনিশ থেকে মাদ্রাসায় কুরবানীর খিদমত-এর ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এ বছরেও কুরবানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমস্ত ভাইয়েরা অসুবিধার কারণে কুরবানী করিতে পারবেন না, তাহারা আমাদের মাদ্রাসায় কুরবানী করিতে পারবেন।

১) একভাগ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, পুরো ১৪,০০০/-২) একভাগ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা পুরো কুরবানী ২১,০০০/- (একুশ হাজার) টাকা।

কুরবানীর পরে কুরবানীর মাংস গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ও মাদ্রাসার ছাত্রদের দেওয়া হয়।

টাকা পাঠাতে হবে নিম্নোক্ত ব্যাক অ্যাকাউন্টে

DARUL ULOOM TAJWEDUL QURAN

SBI AC No. 31095623661, IFSC: SBIN0001451

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব ও হাজী ইউসুফ মোল্লা সম্পাদক: মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, হাজী আব্দুল্লাহ সাহেব। ফোন নং- 9830401057

দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন

পোস্ট- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-১৪৯

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৪৭ সংখ্যা, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২২ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি



গণতন্ত্ৰ

তীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে শুরু হয় কোল্ড ওয়ার বা দ্বি স্নায়ুযুদ্ধ। এই সময় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত হয় ওয়ারশ জোট। এই দুইটি সামরিক জোটের সহিত চুক্তিবদ্ধ নহে–এমন রাষ্ট্রগুলিই তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্বের কতগুলি সাধারণ ৈবৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে এই সকল দেশ বিভিন্ন কলোনি শক্তি হইতে লাভ করে স্বাধীনতা; কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিলেও পোস্ট কলোনিয়েলজমের প্রভাব হইতে তাহারা অদ্যাবধি মুক্ত হইতে পারে নাই। বলিতে গেলে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াও স্বাধীন হয় নাই। এই কারণে এত বত্সর পরও এই সকল দেশে রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক, প্রশাসনিক কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী হইতে পারে নাই। ইহারই অন্যতম প্রতিফলন হইল নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা, অনিশ্চয়তা, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের অভাব ইত্যাদি। বিশেষ করিয়া এই সকল দেশে নির্বাচন মানে হইল পিটাপিটি, মারামারি, হানাহানি, খুনাখুনি ইত্যাদি। অবশ্য ইহারও মধ্যে কোনো কোনো দেশে নির্বাচনি ব্যবস্থা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। আফ্রিকা মহাদেশের মতো কোনো কোনো দেশে দেখা দিতেছে বিশেষ উন্নতি। এমনকি নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া অবাঞ্ছিত ঘটনা যতই ঘটুক, দিন শেষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে ফলাফল মানিয়া লইতেও দেখা যায়। কারণ অন্তত আর যাহাই হউক, এই সকল দেশে নির্বাচনের কয়েক মাস পূর্ব হইতেই বিরোধী বা প্রতিপক্ষের লোকজনের ওপর ন্যক্কারজনক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দমন-পীড়ন চলেন না। তবে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ইহার বিপরীত চিত্রটিই লক্ষণীয়। হয়তো এমন একদিন আসিবে যখন এই সকল অন্যায় ও অনিয়মের জন্য তখন তাহাদের জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে। এখনো প্রভাবশালী কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে এমন ঘটনাও ঘটিতেছে যাহা তাহারা কিছুদিন পূর্বে দুঃস্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। নির্বাচনব্যবস্থার সহিত যাহারা সংশ্লিষ্ট, তাহাদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। এই সকল দেশে পূর্বে তবু এক রকম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইত। এখন নির্বাচনে ভোটার এমনকি দলীয় নেতাকর্মীদের ভূমিকাও হ্রাস পাইয়াছে। নির্বাচন এখন উঠাইয়া দিতেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসন। স্পর্শকাতর বিভাগের সহিতও রহিয়াছে তাহাদের দহরম-মহরম ও যোগসাজশ। ইহার কারণে দেখা যায়, একতরফাভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করিতে প্রতিপক্ষ প্রার্থী এবং তাহার সংগঠনের জাতীয় বা স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়া শুধু নির্বাচনি মাঠই নহে, তাহাদের এলাকা ও বাড়িছাড়াও করা হইতেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশের একটি অঙ্গরাজ্যে একদা বামপন্থিরা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই এখন অনুসরণ করিতেছেন তথাকথিত উদারপন্থি বা উগ্রপন্থিরাও। শত বত্সর পরও যদি ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়, তখন আজ তাহারা যাহা করিতেছেন, তখন যদি নৃতনভাবে ক্ষমতাসীনরা একই নীতি অনুসরণ করেন, তাহা হইলে আজিকার প্রভাবশালী বা উত্তরসূরিদের অবস্থা কী হইবে তাহা কি ভাবা যায়? তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যদি প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করে, তাহা হইলে সেই প্রশাসন রাখিয়া কী লাভ? ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হইল রাজনীতিবিদদের লালসা, উচ্চাকাঙক্ষা ও অন্যায়-অনিয়মের লাগাম টানিয়া ধরা। প্রজাতন্ত্রের স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে সেই দেশের প্রজা বা সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করা: কিন্তু আমলা যখন কামলা হইয়া যায় এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের মতো আচরণ করেন কিংবা তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া যান, তখন এই আমলাতন্ত্রের কোনো প্রয়োজন নাই। ইহার ফলে আজ হউক বা কাল হউক এই সকল দেশে নির্বাচনের সময় সর্বত্র নৈরাজ্য সৃষ্টি হইতে বাধ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৯ সালে পৃথিবীতে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ৭৩টি। এখন মোট রাষ্ট্র ২০৬টি। তাহার মধ্যে ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৩৩টি দেশ স্বাধীন হইলেও কেন আজ অনেক দেশে নানা যুদ্ধবিগ্ৰহ, অশান্তি ও অনিশ্চয়তা রহিয়া গিয়াছে? কেন সেই সকল দেশে শান্তিবাহিনী পাঠাইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতেছে? তাহার মানে, প্রকৃতপক্ষে এই সকল দেশ স্বাধীন হইয়াছে কি না, সেই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তাহার কারণ, একসময় যেইখানে পৃথিবীতে পরাশক্তি ছিল দুই-একটি, এখন সেইখানে ইতিমধ্যে বহুমাত্রিক শক্তিধরের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির মধ্য দিয়া নৃতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে চলিতে হয়।

ফরিদ তামাল্লাহ

•••••

🗷 জ্রজাতিক দৃশ্যপটে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক চারটি ঘটনা সম্ভবত ইসরায়েলকে কোণঠাসা করে ফেলবে এবং ইসরায়েল সব সময় যে মুখোশ পরে বিশ্বের সামনে হাজির হয়, সম্ভবত এই ঘটনাগুলো সেই মুখোশকে টেনে খুলে ফেলবে। চার ঘটনার প্রথমটি হলো যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিক্ষোভ। দ্বিতীয়টি হলো, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রক্রিয়া। তৃতীয়টি হলো, ফিলিস্তিনকে স্পেন, আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ের স্বীকৃতি দেওয়া। সর্বশেষ ঘটনা। হলো, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) ইসরায়েলকে রাফাতে হামলা বন্ধের নির্দেশ।

ইসরায়েল নিজেকে 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হিসেবে দাবি করে ফিলিস্তিনি 'সন্ত্রাসবাদের' বিরুদ্ধে তার চালানো যাবতীয় কর্মকাগুকে ন্যায্যতা দিতে যে মিথ্যা ভাষ্য গড়ে তুলেছে, সেই ভাষ্যকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলোকে 'হিমশৈলের ডগামাত্র' বলা যেতে পারে। সাম্প্রতিকতমটি সংঘটিত হয়েছে ২৬ মে সন্ধ্যায়। ওই দিন রাফায় জাতিসংঘের পরিচালনাধীন একটি 'নিরাপদ অঞ্চলে' আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের তাঁবুতে ইসরায়েল সেনাবাহিনী রকেট ছোড়ে। এতে অন্তত ৪০ জন পুড়ে মারা গেছেন, যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন নারী ও শিশু। ইসরায়েল যদিও আইসিসি, আইসিজে এবং ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া তিনটি ইউরোপীয় দেশকে 'প্রতিশোধমূলক হুমকি' দিয়েছে, তবে সেই হুমকিগুলো আরও বেশি ভীতি নিয়ে অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং পশ্চিম তীরের প্যালেস্টিনিয়ান অথোরিটির (পিএ) কাছে গেছে। আমরা যাঁরা পশ্চিম তীরের বাসিন্দা, তাঁরা এখন ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় হুমকির মধ্যে দিন

ইসরায়েলের অপরাধগুলোর

২২ মে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচ ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা' নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে ফিলিস্তিনিদের প্রাপ্য রাজস্ব আটকে দেওয়া, ফিলিস্তিনি ব্যাংকগুলোকে বাইরের সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, পশ্চিম তীরে ইহুদিদের জন্য আরও কয়েক হাজার হাউজিং ইউনিট নির্মাণের

অনুমোদন করা, 'একতরফাভাবে

স্কুলে 'পিছিয়ে পড়া' ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় উন্নতির জন্য যেসব পরামর্শ সংবেদনশীল.

বিদগ্ধ মানুষদের কাছ থেকে ভেসে আসে সেসব অনেকটাই সরল। পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হিসেবে সচরাচর যেটাকে চিহ্নিত করা হয় তা হ'ল, পাঠদানে শিক্ষকদের যথেষ্ট আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার অভাব। পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির জন্য 'অতিরিক্ত' বা 'বিশেষ ক্লাস'-এর ব্যবস্থা করার কথাও তারা বলে থাকেন। উত্তম প্রস্তাব। প্রশ্ন হ'ল, সমাধানসূত্র প্রদান করার আগে ছাত্রছাত্রীদের পিছিয়ে পড়ার কারণগুলো কি সনাক্ত করা হয়েছে? বলাই বাহুল্য, পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের সিংহভাগই গ্রামের, যাদের মধ্যে আবার অধিকাংশই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। তারা নিদারুণ দারিদ্র ও অপুষ্টির শিকার। মিড-ডে-মিল চালু হওয়ার আগে তাদের ইস্কুলে আসতে অনীহা কিংবা মাঝপথে ইস্কুল ছেড়ে দেওয়া একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য ছিল। এখন সেই ছবিটা বদলেছে। যারা ইস্কুলে আসছে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, মিড-ডে-মিল খাওয়ার পর তারা আর ইস্কুলে থাকতেই চাইছে না। কতক্ষণে বাড়ি যাবে সেজন্য তারা হয়ে উঠছে অস্থির। এদের মধ্যে অধিকাংশই সাড়ে দশটায় ইস্কুলে আসা অবধি সম্পূর্ণ অভুক্ত থাকে, আরও তিন ঘন্টা পর তারা খেতে পায়। চরম অনাহার আর অপুষ্টির শিকার হয়ে তাদের মেধার বিকাশ ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত। ওদিকে বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ নেই। অনেকেই বাধ্য হয়ে কাজ করে, ইস্কলে নাম-থাকলেও প্রায় বিনা পড়াশুনায় কেবল পরীক্ষার সময় ইস্কুলে আসে। আর যারা নিয়মিত ইস্কুলে আসে তাদের অধিকাংশই বইখাতাও ঠিকমতো আনে না। হাজার বকাঝকা করেও কোনও লাভ হয় না। আসলে তাদের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহটাই প্রায় শুন্যের কোঠায়, যার জন্য তাদের কোনও 'দোষ' নেই, 'দোষ' কেবল তাদের 'অভিশপ্ত জীবনের'! মোদ্দা কথা হ'ল, অন্তহীন দারিদ্র, অনাহার, অপুষ্টি--এইসব প্রবল প্রতিকৃল স্রোতে যারা প্রতিদিন সাঁতার কাটছে এবং এই অবস্থায় নির্ধারিত কয়েকটি ক্লাস করতেই যাদের 'হিমশিম' অবস্থা তাদেরকে আবার 'অতিরিক্ত' বা 'বিশেষ ক্লাস'-এ নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? জোর করে কোনও কিছু হয় কী? 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'--বিবেকানন্দের এই মূল্যবান কথাটা সবখানেই প্রযোজ্য। শুধু ধর্ম কেন, খালি পেটে কোনও কিছুই হয় না। এইসব কথার সত্যতা বোঝা যাবে যদি দেখা হয় যে, গ্রামের মুষ্টিমেয় 'সচ্ছল' ও 'শিক্ষিত' পরিবারের যেসব ছাত্র বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই 'এগিয়ে' থাকছে, তারা কিন্তু উপরে বর্ণিত সামগ্রিক ছবিটার বিপরীতে অবস্থান করে বলেই। শিক্ষকদের আন্তরিকতা বা দায়বদ্ধতা নিশ্চয় প্রশ্নের উর্ধের্ব নয়। 'জাস্টিফিকেশন' করার চেষ্টা নয়, এই আন্তরিকতা বা দায়বদ্ধতার অভাব কিন্তু সরকারি দপ্তরগুলোতে আরও প্রকট, কিন্তু সমাজের কাছে সেটা খুব একটা

প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ



ইস্কুলে 'পিছিয়ে পড়া' ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় উন্নতির জন্য যেসব পরামর্শ সংবেদনশীল, বিদগ্ধ মানুষদের কাছ থেকে ভেসে আসে সেসব অনেকটাই সরল। পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হিসেবে সচরাচর যেটাকে চিহ্নিত করা হয় তা হ'ল, পাঠদানে শিক্ষকদের যথেষ্ট আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার অভাব। পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির জন্য 'অতিরিক্ত' বা 'বিশেষ ক্লাস'-এর ব্যবস্থা করার কথাও তারা বলে থাকেন। উত্তম প্রস্তাব। লিখেছেন পাভেল আখতার...



সেখানে 'কড়ি' ফেললেই 'তেল' সুলভ! ইস্কুলে যেহেতু সেই ব্যাপারটা নেই সেহেতু সম্ভবত এই পন্থা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সমস্যার স্বরূপটাকে না-বুঝে কেবল 'দোষারোপ' করে গেলে আকাঙ্ক্ষিত সুফল কি পাওয়া যাবে? এমন নয় যে, শিক্ষকরা চেষ্টা করেন না, কিন্তু একসময় তারা চূড়ান্ত হতাশায় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কারণ, তাদের হাতে তো আর মূল সমস্যা সমাধানের জীয়নকাঠি নেই! তাহলে কি যতদিন পর্যন্ত দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি মিলছে না, ততদিন ওরা পিছিয়েই থাকবে? এটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। কিছুই কি করার নেই? অবশ্যই আছে। সেটা হ'ল, সমান্তরাল ও দ্বৈত প্রচেষ্টা---অত্যন্ত সৎ, আন্তরিক ও তৎপর চেষ্টার মাধ্যমে একইসঙ্গে দারিদ্র-দূরীকরণ ও শিক্ষাদান; যেখানে যার ভূমিকা বা দায়িত্ব তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। এই প্রত্যাশিত দ্বৈত ও অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে যতক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত করে দেখা হবে ততক্ষণ কোনও কাম্য সুফল দুর্লভ। প্রসঙ্গত 'অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা'র কথা বলা যাক। এর অনুকূলে

অনেকের দ্বারা যে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত

হয় সেটা বেশ চোখে পড়ার মতো।

তারা মনে করেন যে, ভবিষ্যৎ
শিক্ষায় অনলাইনই ভরসা। আজব
সিদ্ধান্ত! অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা
কখনোই কাম্য হতে পারে না। এর
কারণ, এটা একেবারেই
বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি নয়। এটা
যদি 'ভবিষ্যৎ শিক্ষা' হয় তাহলে
বলাই বাহুল্য, 'শিক্ষার ভবিষ্যৎ'

না।
অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে
সামান্য যুক্তিবিন্যাসও আত্মঘাতী।
অগণিত গ্রামের বিপুল সংখ্যক
প্রান্তিক পরিবারের শিক্ষার্থীদের
প্রতি নাগরিক দৃষ্টিতে অবহেলা ও

বিলুপ্ত হবে না? তাতে ইস্কুলছুট

বাড়বে কি না সেই ভাবনা ভাবা হয়

জোর করে কোনও কিছু হয় কী? 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'-বিবেকানদের এই মূল্যবান কথাটা সবখানেই প্রযোজ্য। শুধু
ধর্ম কেন, খালি পেটে কোনও কিছুই হয় না। এইসব কথার
সত্যতা বোঝা যাবে যদি দেখা হয় যে, গ্রামের মুষ্টিমেয়
'সচ্ছল' ও 'শিক্ষিত' পরিবারের যেসব ছাত্র বিদ্যমান
শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই 'এগিয়ে' থাকছে, তারা কিন্তু উপরে
বর্ণিত সামগ্রিক ছবিটার বিপরীতে অবস্থান করে বলেই।
শিক্ষকদের আন্তরিকতা বা দায়বদ্ধতা নিশ্চয় প্রশ্নের উর্মের
নয়। 'জাস্টিফিকেশন' করার চেষ্টা নয়, এই আন্তরিকতা বা
দায়বদ্ধতার অভাব কিন্তু সরকারি দপ্তরগুলোতে আরও
প্রকট, কিন্তু সমাজের কাছে সেটা খুব একটা 'আলোচ্য' মনে
হয় না, যেহেতু সেখানে 'কড়ি' ফেললেই 'তেল' সূলভ!

ধুলোয় মিশে যেতে বাধ্য। অবশ্য তাতে কিছু বণিক গোষ্ঠীর প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা। সেটা প্রচার করাই আবার কিছু মানুষের অনলাইনভক্তির মর্মকথা নয়তো? তাছাড়া অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থাকে 'ভবিষ্যৎ' করে তোলা হলে মধ্যাহ্নকালীন ভোজনপর্বটি কি উপেক্ষার যে হাজার একটা নিদর্শন আছে এটা তারই অন্তর্গত। আরেকটা 'দুর্ঘটনা' তো এখন দেখাই যাচ্ছে। অত্যধিক গরমের জন্য ইস্কুল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রাখা। ইস্কুল বন্ধ রাখা কোনও সমাধান নয়। গরম পড়লে সকালে ইস্কুল হতে পারে। গরমের মাত্রা কমলে

একই দিনে, ইসরায়েলের

পার্লামেন্টে একটি বিল পাস

পাহাড়কে ইসরায়েলি নাকাব

অঞ্চলের সঙ্গে জুড়ে দেবে।

এগুলো ইসরায়েলের ঔদ্ধত্যকে

সামনে আনে। ইসরায়েল যে

হয়েছে, যা দখলকৃত দক্ষিণ হেবরন

ইস্কুল খুলেও দেওয়া যায়। কিন্তু, এসবের কোনওটাই হয় না। খুব দুঃখজনক। অনলাইন শিক্ষা অথবা প্রলম্বিত ছুটি-- দুটিই শহরের শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি করে না তা নয়, কিন্তু গ্রামের প্রান্তিক পরিবারের শিক্ষার্থীদের ক্ষতির সঙ্গে তা তুলনীয় নয়। একটু দরদী মন নিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে। দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হল, শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, যা একেবারেই কাম্য নয়। উত্তর-স্বাধীন ভারতবর্ষে যে-কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে, তাদের যাবতীয় বক্তব্যের মধ্যে একটি অভিন্ন সুর ছিল এই যে, সকলের জন্যে 'অবৈতনিক শিক্ষা'র ব্যবস্থা করতে হবে। যদি শিক্ষায় বেসরকারিকরণ হয় তাহলে সর্বপ্রথম এই বিষয়টি ধাক্কা খাবে। কারণ, কর্পোরেট বণিকগোষ্ঠী বিনামূল্যে কখনোই যে শিক্ষার বন্দোবস্তু করবে না সেটা একেবারেই পরিষ্কার। একথা সকলেই জানেন, সকলেই বোঝেন। এখানে একটি বিষয় খেয়াল করে দেখতে হবে যে, দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজের একটি বৃহৎ অংশ ইতিপূর্বেই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে ধাবমান। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের সেইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সানন্দে

পড়াচ্ছেন। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল।

মূলত সেইসব পরিবারের ছেলেমেয়েরাই এখন পড়ে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাদের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সামর্থ্য নেই। সেটা থাকলে তারাও সেখানেই পড়াতেন। শিক্ষকদের 'দায়বদ্ধতা' নিয়ে সমাজে বিস্তর 'সমালোচনা' হয়। সেটা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে অভিভাবকদের ঝুঁকবার একটি অন্যতম 'কারণ' হিসেবেও চিহ্নিত হয়। অভিযোগ বা সমালোচনাটি একেবারেই যে 'অসার' তা হয়তো নয়, কিন্তু অবশ্যই একপাক্ষিক ও অসম্পূর্ণ। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ৰছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীসংখ্যায় প্রচুর 'ঘাটতি' রয়েছে। পড়ানো ছাড়াও শিক্ষকদের দাপ্তরিক নানা কাজও করতে হয়। তার সঙ্গে শিক্ষাবহির্ভূত একাধিক কাজের 'চাপ' সামলাতে গিয়ে কথিত ও প্রত্যাশিত 'দায়বদ্ধতা' হয়তো ঠিকঠাক পালিত হয় না। শিক্ষক ও অভিভাবকদের মিলিত ভাবের আদানপ্রদানে পর্বতসম সমস্যার কিছুটা 'সমাধান' হতেও পারত। সেই পথে কেউ অগ্রসর হয়নি। বরং দ্রুত বেছে নেওয়া হয়েছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাত্রার উদ্যোগ। এসবই যদিও বেসরকারিকরণের পক্ষে কোনও 'যুক্তি' নয়, কিন্তু উদ্যোগটি যে এই আবহাওয়ায় ডানা মেলতে সহায়ক হয়েছে সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই। যদিও একটি কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোনও 'লাভজনক সংস্থা' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, বিশেষত প্রান্তিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের 'শিক্ষার ভবিষ্যৎ'-কে যে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করবে তাতে কোনও সন্দেহ কথায় আছে, 'সব কথায়' সবসময় কান দিতে নেই। ঠিকই কথা।

কিন্তু, সমস্যাটা কানের ছিদ্রপথ নিয়ে। সেটা বন্ধ থাকলে ক্ষতি ছিল না। খোলা আছে বলেই 'সব কথা' কানে ঢোকে এবং কিছু 'অভিঘাত'ও তৈরি হয়। 'উপেক্ষা' শব্দটা ভাল, কিন্তু সেটাকে খুব বেশি আঁকড়ে ধরলে যে কথাগুলো 'উপেক্ষা' করা হয় সেগুলোর 'ধার' না-বাড়লেও কালক্রমে 'ভার' বেড়ে যায়; যেসব কালক্রমে 'ধারালো' মনে হওয়ার মতো 'বিভ্রান্তির'ও জন্ম দেয়। দীর্ঘদিন ইস্কুল বন্ধ থাকলে সমাজ, পরিপার্শ্ব শিক্ষকদের প্রতি যেসব লাগাতার নিম্নরুচির 'বাক্যবাণ' নিক্ষিপ্ত করে থাকে সেসব কতটা অর্থহীন বা অযৌক্তিক, সেইসব 'বাক্যবাণের' সঙ্গে শিক্ষকদের একান্ত আত্মগত 'অনুভূতির' যে দূরতম সম্পর্কও নেই, সেসব কথা বোঝার বা উপলব্ধি করার মতো 'পরিস্থিতি' না-থাকার মূলে আসলে যে বস্তুটি দায়ী তা হ'ল, সমাজের সঙ্গে শিক্ষকদের 'সম্পর্কটি' দিনে দিনে 'শিথিল' হয়েছে। যেকোনও 'সম্পর্ক'ই নষ্ট হয় একে অপরকে বোঝা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের পরিবর্তে কেবল ক্রমাগত 'অভিযোগের ডালি' উপুড় করতে থাকলে। একথা উভয়ের দিক থেকেই, পারস্পরিকতায় অত্যন্ত 'সত্য'। এর সংস্কার ও নবনির্মাণ খুব জরুরি ।

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

ইসরায়েলের উন্মত্ততা বলে দিচ্ছে তারা হেরে যাচ্ছে

একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়, এমন প্রতিটি দেশের' সঙ্গে নতুন বন্দোবস্তে যাওয়া ইত্যাদি। মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন এবং জি-৭ ভুক্ত কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন কর্মকর্তারা ফিলিস্তিনি ব্যাংকগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হলে ফিলিস্তিনি অর্থনীতির জীবন রক্ষাকারী ধমনি অচল হয়ে যাবে। ২২ মে গ্যালান্ট পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলের সুরক্ষায় ২০০৫ সালে প্রণয়ন করা ইসরায়েলি 'বিচ্ছিন্নতা আইন' প্রত্যাহার করেছেন। তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের প্রণয়ন করা আইনটিতে গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলের দখলদারি সরিয়ে নেওয়া এবং পশ্চিম তীরে চারটি ইহুদি বসতি সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এখন সেই আইন বাতিলের ফলে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা সেই সরিয়ে নেওয়া বসতিগুলোকে আবার সেখানে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পেলেন। ২২ মে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচ ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা' নেওয়ার

আহ্বান জানিয়েছেন। এসব

'আলোচ্য' মনে হয় না, যেহেতু



শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে ফিলিস্তিনিদের প্রাপ্য রাজস্ব আটকে দেওয়া, ফিলিস্তিনি ব্যাংকগুলোকে বাইরের সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, পশ্চিম তীরে ইহুদিদের জন্য আরও কয়েক হাজার হাউজিং ইউনিট নির্মাণের অনুমোদন করা, 'একতরফাভাবে একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় এমন প্রতিটি দেশের' সঙ্গে নতুন বন্দোবস্তে যাওয়া ইত্যাদি। মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন এবং জি-৭ ভুক্ত কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন কর্মকর্তারা ফিলিস্তিনি ব্যাংকগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হলে

ফিলিস্তিনি অর্থনীতির জীবন রক্ষাকারী ধমনি অচল হয়ে যাবে। ২২ মে গ্যালান্ট পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলের সুরক্ষায় ২০০৫ সালে প্রণয়ন করা ইসরায়েলি 'বিচ্ছিন্নতা আইন' প্রত্যাহার করেছেন। একই। দিনে ইসরায়েলের পার্লামেন্টে একটি বিল পাস হয়েছে যা দখলকৃত দক্ষিণ হেবরন পাহাড়কে ইসরায়েলি নাকাব অঞ্চলের সঙ্গে জুড়ে দেবে। এগুলো ইসরায়েলের উদ্ধত্যকে সামনে আনে। ইসরায়েল যে নিজেকে আন্তর্জাতিক আইনের ঊর্ধের্ব বলে ভাবে এবং তারা যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ও তার সার্বভৌম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে মাড়িয়ে যাচ্ছে, তা তাদের কর্মকাণ্ডে প্রকাশিত হয়ে

নিজেকে আন্তর্জাতিক আইনের উধ্বে বলে ভাবে এবং তারা যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ও তার সার্বভৌম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে মাড়িয়ে যাচ্ছে, তা তাদের কর্মকাণ্ডে প্রকাশিত হয়ে বিশ্বে নতুন বাস্তবতা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট ইসরায়েলকে খারিজ করার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই নতুন বাস্তবতা দখলদারি এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ক্রমবর্ধমানভাবে সংহত করছে। ব্যক্তি, রাষ্ট্র কিংবা প্রতিষ্ঠান–যে যখনই ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড বা নীতির সমালোচনা করেছে, ইসরায়েল তখনই তার বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ তুলে তাকে আক্রমণ করেছে। ইসরায়েলের এই চরমপন্থী অবস্থানে সব সময় তার সবচেয়ে বড় মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য পাশে ছিল।

তাদের ওপরই দেশটি সব সময়

নির্ভর করে এসেছে। ইসরায়েলের

বাইরে শুধু এই দুই দেশ আইসিসির

এই 'শাস্তিমূলক ব্যবস্থা' ইসরায়েলের বর্তমান ও পূর্ববর্তী সরকারগুলোর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আগেভাগেই ঠিক করে রেখেছে। এগুলো তাদের পরিকল্পনার অংশ। একটি শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানো এবং একটি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে যাতে অসম্ভব করে তোলা যায়, সেই লক্ষ্যেই তারা কাজ করে যাচ্ছে। অনেক ফিলিস্তিনি এখন মনে করছেন, ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা ও দখলদারির থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হবে না। তাঁরা মনে করেন, গাজায় যে নারকীয় তাণ্ডব চালানো হচ্ছে, তাতে বিশ্ববাসী বিক্ষুব্ধ হচ্ছেন এবং সেই ক্ষোভকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করার রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে সত্যিকার অর্থে কার্যকর পদক্ষেপের (যেমন ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করা, ইসরায়েলকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে বর্জন করা এবং ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা) দিকে মনোনিবেশ না করে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তাঁদের এই ধারণা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। তবে একই সঙ্গে আমি দেখতে পাচ্ছি, ফিলিস্তিনিরা ধাপে ধাপে যা অর্জন করছেন, তা ইসরায়েলি দখলদারির অবসান ও ন্যায়বিচার

পাওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি প্রতিপক্ষকে এক ঘুষিতে ফেলে দেওয়ার মতো ব্যাপার নয়: বরং বারবার আঘাত করে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে ফেলার মতো ব্যাপার। বিশ্বে নতুন বাস্তবতা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট ইসরায়েলকে খারিজ করার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই নতুন বাস্তবতা দখলদারি এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ক্রমবর্ধমানভাবে সংহত করছে। আন্তর্জাতিক জনমত আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন গণহত্যা বন্ধ করা, দখলদারি অবসান ঘটানো এবং ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বৈধ অধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। আমাদের আশা, এই ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক ঐকমত্য জনমতের একটি বৈশ্বিক সুনামি ঘটাবে এবং সেই সুনামির তোড়ে ইসরায়েলি দখলদারি ভেসে যাবে। সেই সুনামি ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য ন্যায়বিচার ও মর্যাদা নিয়ে আসবে। ফরিদ তামাল্লাহ রামাল্লায় বসবাসরত একজন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে

থাইরয়েডেও হতে পারে ক্যানসার



আপনজন ডেস্ক: গলার সামনের দিকে থাকে থাইরয়েড গ্রন্থি। স্বাভাবিক অবস্থায় বাইরে থেকে এর অবস্থান বোঝা যায় না। গলার সামনে হাত দিলে কোনো গোটাও অনুভব করা যায় না। কোনো কারণে যদি থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে যায়, তখনই কেবল গলার সামনে ফোলা কিংবা গোটাজাতীয় কোনো কিছুর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এ রকম অস্বাভাবিক কিছুর উপস্থিতি মানেই কিন্তু টিউমার বা ক্যানসারজাতীয় কিছু নয়। ফোলা বা গোটাজাতীয় কিছু হলেই যে অস্ত্রোপচার করতে হবে, তা-ও নয়।

জানতে হবে কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে যাওয়া কিংবা এখানে কোনো গোটা থাকার কারণ কিন্তু টিউমার বা ক্যানসার নয়, অন্য কোনো কিছু। তবে থাইরয়েডে এমন কোনো অস্বাভাবিকতা অনুভব করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক। কারণ যেটিই হয়ে থাকুক না কেন, চিকিৎসা জরুরি। থাইরয়েড দেহের সব বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ সার্বিক সুস্থতার জন্যই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রথমে এই গোটা বা ফোলার কারণ নির্ণয় করা হয়। সেই অনুযায়ী শুরু হয় চিকিৎসা। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসক গোটাটিকে পরীক্ষা করে দেখার সময়ই একটা ধারণা পেয়ে যান, এটি ক্যানসারজাতীয় কিছু কি না। তবে ক্যানসার সন্দেহ হলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এফএনএসি করাতে

হবে। এফএনএসি নির্দিষ্ট সুইয়ের সাহায্যে কোষ নিয়ে পরীক্ষা করার একটি পদ্ধতি। আর থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যক্ষমতা নির্ণয় করতে আলাদা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা

টিউমারের ধরন

থাইরয়েডের টিউমার সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি নিরীহ ধরনের টিউমার, অন্যটি ক্যানসার। ক্যানসারের আবার কয়েকটি ধরন থাকে। থাইরয়েড ক্যানসারের সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তার সম্পর্ক রয়েছে। শৈশবে তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে এলে থাইরয়েড ক্যানসারের ঝুঁকি

থাইরয়েড ক্যানসারের চিকিৎসা থাইরয়েড ক্যানসার আমাদের দেশের পরিচিত একটি সমস্যা। থাইরয়েডে ক্যানসার ধরা পড়লেই ভেঙে পড়বেন না। মানসিকভাবে নিজেকে শক্ত রাখুন। দেশেই এর চিকিৎসা সম্ভব। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করা গেলে বেশির ভাগ ক্যানসারই সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। তাই চিকিৎসা নিতে দেরি করবেন না। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে থাইরয়েড গ্রন্থি সম্পূর্ণ ফেলে দেওয়া হলে পরে থাইরয়েড হরমোনের ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হয় রোজ। কিন্তু ক্যানসারের চিকিৎসা করানো না হলে তা মারাত্মক জটিল আকার ধারণ করতে পারে, এমনকি হয়ে উঠতে পারে জীবননাশেরও কারণ। থাইরয়েড গ্রন্থির পুরোটাই ফেলে দিতে হবে কি না, সে সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় রোগীর সার্বিক পরিস্থিতি

উচ্চ রক্তচাপ থেকে হতে পারে চোখের ক্ষতি



আপনজন ডেস্ক: উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে চোখে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের সারা শরীরের মতো চোখেও কিছু রক্তনালি আছে। দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ কারণে এই রক্তনালির ওপর চাপ বাড়ে। তখন সেই জায়গায় রক্তপাত হয়। রেটিনায় রক্তক্ষরণ হয়ে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ চলে যেতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ যে শুধু হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায় তা নয়, রক্ত বাহিকাগুলোরও ক্ষতি করে। রক্তসঞ্চালন বিঘ্নিত হওয়ায় রেটিনার ও নার্ভে বিদ্যমান স্নায়ুকোষগুলো ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হতে থাকে। এতে চোখের দৃষ্টির সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময় চোখের ভেতর রক্তক্ষরণও ঘটে। একে বলে ইন্ট্রাওকুলার হিমোরেজ। ফলে দৃষ্টি স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্ৰে অল্প রক্তক্ষরণের কারণে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেতে পারে। রেটিনার শিরা ও ধমনীর পথ রুদ্ধ হওয়া- এই সমস্যার কারণেই রেটিনার স্ট্রোক হয়। ইস্কেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথি- মস্তিষ্কের সঙ্গে চোখের সংযোগকারী স্নায় এই অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উচ্চ রক্তচাপের ফলে এই স্নায়ুগুলোতে

রক্ত প্রবাহ কমে যেতে পারে, যার ফলে দৃষ্টিহানি হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে যারা ভোগেন তাদের ডায়াবেটিক আই ডিজিজ হতে পারে। সাবকনজাংটিভাল হেমারেজ -রক্তচাপের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে চোখের সাদা অংশের সৃক্ষা ধমনী ফেটে যেতে পারে ও আশপাশের অংশে রক্ত বের হতে পারে। এটি চোখের টকটকে লালভাব সৃষ্টি করে, যা খুবই উদ্বেগজনক। তবে এই সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকারক ও নিজে থেকেই সারে। সামান্য ওষুধ বা কোনও চিকিৎসা ছাড়াই ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে লালভাব দূর

চা বার বার ফুটিয়ে খেলে কী হয়চা বার বার ফুটিয়ে খেলে কী হয় উচ্চ রক্তচাপ গ্লুকোমা ডেকে আনে দ্রুত। বার্ধক্যে গ্লুকোমা ও চোখের রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশন থেকে হতে পারে হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি। অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ রেটিনায় রক্ত পরিবহনকারী রক্ত বাহিকাগুলোর ক্ষতি করতে পারে। তাই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাকে একবারে অবহেলা নয়। নিয়মিত ডাক্তারে

সঙ্গে পরামর্শ করুন।

যেসব অভ্যাস মানুষের রক্তচাপের ঝুঁকি ব

রোজকার কর্মব্যস্ত জীবনযাপন আমাদের নানা রোগব্যাধির কারণ হয়ে উঠছে। ডায়াবেটিস, ওবেসিটি কিংবা রক্তচাপ তো ঘরে ঘরে। এসব রোগের পেছনে রয়েছে দৈনন্দিন নানা অভ্যাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)র তথ্যমতে, বিশ্বে তিন জনের মধ্যে এক জন প্রাপ্তবয়স্ক উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন। এই রোগের সঙ্গে কিডনির সমস্যা, হার্টের সমস্যা ছাড়াও নানা রোগ বাসা বাঁধে শরীরে। চলুন জেনে নেই দৈনন্দিন কোন অভ্যাসগুলো বাড়িয়ে দেয় রক্তচাপের ঝুঁকি: মানসিক চাপ

মানসিক চাপ বাড়লে বাড়ে রক্তচাপও। কোনও ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ভুগলে ক্ষতি হতে পারে রক্তপ্রবাহের। তাই মানসিক চাপকে কোনভাবেই অবহেলা নয়। অতিরিক্ত লবণ

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবার অনিদ্রা আগে লবণ খাওয়ার পরিমাণে অনিদ্রা বাড়ায় মানসিক চাপ, যা লাগাম টানুন। লবণে থাকা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বাড়ায়।

সোডিয়াম রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে শুধু খাবারে পরিমাণ মতো লবণ ঘুমের অভ্যাসে লাগাম টানতে নয় বাজারের নানা প্যাকেটজাত হবে। অতিরিক্ত রাত জাগার

খাবার ও প্রক্রিয়াজাত খাবারে

রক্তচাপের সমস্যা।

অতিরিক্ত লবণ থাকে যা বাড়ায়

ভালো। শরীরচর্চা না করা শরীরচর্চা না করলেই শরীরে মেদ

অভ্যাস থাকলে পরিহার করাই

জমতে শুরু করে। অতিরিক্ত ওজন বাড়িয়ে দেয় উচ্চ রক্তচাপের

সমস্যা। তাই শরীর চাঙ্গা রাখতেও নিয়ম করে শরীরচর্চা করুন।

অতিরিক্ত মদ্যপান করলে শরীরে মেদ জমে যা রক্তবাহী শিরা ও ধমনীর দেওয়াল ছোট করে দেয়। তাই রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা দেখা দেয়, যা রক্তচাপ বৃদ্ধি করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

রূপচর্চায় লেবুর ব্যবহার

আপনজন ডেস্ক: একটি সহজলভ্য উপাদান লেবু। খুব সহজে মেলে। ভিটামিন সি এ ভরপুর লেবুর গুণাগুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে লেবু বেশ কাজ করে। তবে শুধু মুখে লাগিয়ে রাখলেই হবে না, জানতে হবে এর সঠিক পদ্ধতি। প্রাকৃতিকভাবে ত্বক সুন্দর রাখার জন্য লেবুর চেয়ে বেশি উপকারী আর কী হতে পারে! আর তাই জেনে নিন ত্বকের যত্নে লেবু ব্যবহার করলে যেসব উপকারগুলো

প্রাকৃতিক ব্লিচ: লেবুর ব্লিচিং গুণাবলী রয়েছে। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে এবং কালো দাগ দূর করে আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা

ত্বকের বয়স কমিয়ে দেয়: মুখে ায়সের ছাপ পড়তে না দিতে চাইলে লেবুর ব্যবহার করুন। অর্ধেকটা লেবুর রসের সঙ্গে ২ চামচ অ্যালোভেরা জেল ও ১ চামচ মধু মিশিয়ে নিন। এরপর সেই পেস্ট মুখে লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর হালকা গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে বার তিনেক ব্যবহার করুন এই ফেসপ্যাক। এতে ফিরে পাবেন ত্বকের হারিয়ে যাওয়া আর্দ্রতা। পাশাপাশি বাড়বে কোলাজেনের



উৎপাদন। এতে ত্বকে বয়সের ছাপ

ত্বকের তৈলাক্তভাব কমায়: ব্রণ সৃষ্টিকারী ত্বকে তৈলাক্ত অবস্থা আরো বেশি ক্ষতিকর। লেবুর রস আপনার ত্বকের শুষ্কতা বজায় রাখতে ভালো কাজ করে। এতে ত্বক আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তবে এটি সবসময় বিবেচনার রাখতে হবে, অতিরিক্ত লেবু আপনার ত্বককে বেশি শুষ্ক করে ফেলতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, লেবুর

রস এসিডিক। তাই অনেকের ত্বকে অ্যালার্জি বা জ্বালা সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের সমস্যা থাকলে অবশ্যই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে। ট্যান দূর করবে: ত্বকে রোদে

পোড়া দাগ দূর করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন লেবু ও বেসনের ফেসপ্যাক। এক চা চামচ লেবুর রসের সঙ্গে সমপরিমাণ গোলাপ জল, বেসন ও মধু মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্ট সপ্তাহে অন্তত একবার মুখে ব্যবহার করুন। তাতেই মিলবে উপকার। বেসন স্ক্রাবারের কাজ করবে, লেবুর রস দূর করবে রোদে পোড়া

ব্রণ দূর করবে: ব্রণ দূর করার জন্য লেবুর রসের সঙ্গে মেশাতে হবে আলুর রসও। এক চা চামচ লেবুর রস নিয়ে তাতে সমপরিমাণ আলুর রস ও পানি মিশিয়ে নিন। এবার সেই মিশ্রণ মুখে ব্যবহার করে অপেক্ষা করুন পনেরো মিনিট। এরপর ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে

ফেলুন। এভাবে সপ্তাহে দুইবার ব্যবহার করলে ব্রণ দূর হওয়ার পাশাপাশি দূর হবে বলিরেখাও। লেবু-হলুদের জাদু: হলুদে থাকা অ্যান্ট-ইনফ্লেমেটরি উপাদান ত্বকের বয়স বাড়তে দেয় না। পাশাপাশি ব্রণ ও ত্বকের অন্যান্য রোগও দূরে রাখে। হলুদের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে ব্যবহার করলে উপকার মিলবে আরো বেশি। এক চা চামচ গোলাপ জল, অর্ধেকটা লেবুর রস, আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া ও এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম পানিতে মুখ ধুয়ে নিন। এভাবে সপ্তাহে ২ বার ব্যবহার করলে উপকার পাবেন।

অল্টারনেটিভ মেডিসিন

ধুলোবালি ও রোদ থেকে চুল রক্ষায় কী করবেন?



আপনজন ডেস্ক: কাজের প্রয়োজনে প্রায়ই রাস্তায় বের হয়ে দীর্ঘসময় রোদ ও ধুলোয় কাটাতে হয় আমাদের। আর বাইরে বেরুলেই ত্বক ও চুলের ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে পড়ে। তবুও উপায় নেই, বাইরে তো

যেতেই হয়! তাই এই সময়ে চুলের জন্য চাই বাড়তি যত্ন। তবে চুলের যত্নে পার্লারে যে যেতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। ঘরোয়া কিছু প্যাক নিয়মিত ব্যবহার করেও সুফল পেতে পারেন। এর জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। তবেই এই সময় ধুলোবালি ও রোদ থেকে চুলকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। তো আসুন জেনে নেই, ধুলোবালি ও রোদ থেকে চুল রক্ষায় কী

পানি ও পুষ্টিকর খাবার: কেবল বাহ্যিক যত্ন নিলেই চুলের সঠিক পরিচর্যা হয় না। ভেতরের পুষ্টির ওপর চুলের সৌন্দর্য অনেকখানি নির্ভর করে। দিনে অন্তত ২ থেকে ৩ লিটার পানি পান করতে হবে। শাক্–সবজি ও ফলমূল খেতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

চুল ঢেকে রাখুন: বাইরে বের হলে চুল ঢেকে রাখাই ভালো। এতে চুলে ধুলোবালি কম লাগে। প্রয়োজনে একটি আলাদা ওড়না ব্যাগে রেখে দিতে পারেন। বাইরে বের হওয়ার আগে পেঁচিয়ে নিতে

পারেন চুল। খুশকির সমস্যা থাকলে: চুল পড়ার অন্যতম বড় কারণ হলো খুশকি। মাথায় ধুলোবালি জন্মে খুশকি দেখা দিতে পারে। খুশকি দূর করতে নারকেল তেল উষ্ণ গরম করে এর সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে চুলের গোড়ায় লাগাতে পারেন। নিয়মিত ব্যবহারে খুশকি দূর হবে।

ডিম ও মধু: ধুলোবালিতে চুলের সৌন্দর্য হারিয়ে যায়। ধূসর বর্ণের হয়ে যেতে পারে চুল। এমন অবস্থায় চুলে লাগাতে পারেন ডিম ও মধুর প্যাক। দুটি ডিমের সঙ্গে ৩ টেবিলচামচ মধু মিশিয়ে চুলে ব্যবহার করুন। সপ্তাহে ২ দিন এই প্যাক ব্যবহার করলে উপকার পাবেন। যাদের চুল তৈলাক্ত তারা এই প্যাক ব্যবহার করলে উপকার

টকদই ও মধু: ২ টেবিলচামচ টকদই ও ৩ টেবিলচামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে চুলের প্যাক তৈরি করুন। পুরো চুলে ভালোভাবে লাগিয়ে অন্তত ১ ঘন্টা রেখে দিন। এরপর চুল শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। যাদের চুল অত্যন্ত শুষ্ক বা রুক্ষ, তারা এই প্যাক ব্যবহার করলে উপকার পাবেন। চুল ঝলমলে করতে সাহায্য করবে এই

অ্যালোভেরা: নানা গুণে সমৃদ্ধ

প্রাকৃতিক উপাদান অ্যালোভেরা। চুলের সৌন্দর্য ধরে রাখতে ও চুল পড়া রোধে অ্যালোভেরার জুড়ি নেই। অ্যালোভেরার সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপসুল মিশিয়ে চুলের আগা থেকে গোড়া ভালোভাবে লাগিয়ে নিন। ২ ঘন্টা রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। নিয়মিত এই প্যাক ব্যবহার করলে চুলের রুক্ষতা দূর হবে। চুল পড়াও কমে যাবে। ধুলোবালি থেকে চুল রক্ষা করতে সবারই কম-বেশি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তবে মনে রাখা ভালো, সবার চুলের ধরন এক না। আপনার চুলে যেসব উপাদান সহ্য হয় না, সেগুলো এড়িয়ে যাওয়াই





বা লিভারের সবচেয়ে পরিচিত রোগের নাম ফ্যাটি লিভার। যার আরেক নাম নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত। ফ্যাটি লিভারের সমস্যা সাধারণত পুরষদের বেশি দেখা যায়। যকৃতের ৫ শতাংশের বেশী কোষে চর্বি জমা হলে তাকে বলে ফ্যাটি লিভার। চর্বির আধিক্য লিভারের কোষগুলোকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে দেয়। একপর্যায়ে কোষগুলো ফেটে গিয়ে প্রদাহের সৃষ্টি করে। তখন লিভার তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কীভাবে বুঝব লিভার ফ্যাটি? সাধারণত ফ্যাটি লিভারে সরাসরি কোন উপসর্গ দেখা যায় না। ফ্যাটি লিভারজনিত জটিলতা লিভার সিরোসিস। এতে আক্রান্ত হলে জন্ডিস, পেট ফোলা, পা ফোলা, রক্তবমি, ঘন কালো পায়খানা, চুলকানি, অতিরিক্ত তন্দ্রাচ্ছন্নতা, অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দিতে

৩. রক্তে কোলস্টেরল বা চর্বির আধিক্য

করলে ফ্যাটি লিভার শনাক্ত করা

সম্ভব। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে

৪. অতিরিক্ত ওজন ৫. থাইরয়েড হরমোনজনিত সাধারণত পেটের আলট্রাসাউন্ড অথবা কিছু নির্দিষ্ট রক্ত পরীক্ষা

১. ডায়াবেটিস

২. উচ্চ রক্তচাপ

৬. নিদ্রাজনিত সমস্যা বা স্লিপ ৭. পরিবারের অন্য কারও ফ্যাটি

লিভার তথা যকৃতের টিস্যু

পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকিতে রয়েছেন

লিভার বা অতিরিক্ত ওজন থাকলে ৮. ধূমপায়ী

৯. বয়স ৫০–এর বেশি হলে ওপরের যেকোনো একটি ঝুকি যাঁদের রয়েছে, তাঁদের ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অন্যদের তুলনায় বেশি। ফ্যাটি লিভার থেকে বাঁচার উপায়

১. সুষম খাদ্যতালিকা মেনে চলা ও সে অনুযায়ী খাবার খাওয়া। ২. খাবারে তালিকায় প্রতিদিন ফলমূল, শাকসবজি রাখা। ৩. অতিরিক্ত চর্বি, ভাজাপোড়া,

ফাস্ট ফুড পরিহার করা।

৪. কোমল পানীয়, চিনিযুক্ত শরবত, জুস, চা পরিহার করা। ৫. অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকা। ৬. ধূমপান একদম নিষেধ। ৭. সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট

> শরীরচর্চা করা। ৮. অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা থাকলে কমপক্ষে ১০ শতাংশ ওজন কমানো।

৯. আদর্শ ওজন ও উচ্চতার অনুপাত তথা বিএমআই (১৮.৫ -২৪.৯) অনুসরণ করা। ১০. মিষ্টিজাতীয় খাদ্য এড়িয়ে



📮 লাইব্রেরী 📮 মসজিদ 🏮 ক্লাব 🏮 মক্তব 🏮 ঈদগাহ

🏮 কবরস্থান

🏿 মিশন

📮 কম্পিউটার সেন্টার ■ NGO

🃮 সোসাইটি

রেজিস্ট্রেশন 80G, 12AA, FCRA অডিট, রিনুয়াল করা হয়।

TRUST REGISTRATION, 80.G., 12AA, FCRA, NGO, AUDIT, RENEWAL, PAN CARD, PASSPORT, DIGITAL SIGNATURTE ETC. DONE HERE

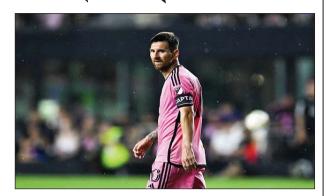
মুফ্তী আতিকুর রহমান গ্রাম ও পোঃ- ময়দা, থানা- জয়নগর জেলা- দঃ ২৪ পরগণা, পঃ বঃ,

muftiatikur1991@gmail.com
 9874033075 / 9153164518

b

আপনজন ■ শুক্রবার ■ ৩১ মে, ২০২৪

মেসি গোল পেলেও হেরেছে মায়ামি



লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও সের্হিও বুসকেতসকে ছাড়াই ভ্যাঙ্গুভারের বিপক্ষে জিতেছিল ইন্টার মায়ামি। আজ চেজ স্টেডিয়ামে আতালান্তা ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচে ফিরেছিলেন মায়ামির এই তিন তবে জিততে পারেনি মায়ামি, আতালান্তার বিপক্ষে হেরেছে ৩-১ গোলে। অথচ গত ৩১ মার্চের পর থেকে এই ম্যাচের আগ পর্যন্ত লিগে জয়হীন ছিল আতালাস্তা। লিগে মায়ামি টানা ১০ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর এই প্রথম হারল। ৬০ মিনিটের মধ্যেই মলত ম্যাচের ভাগ্য অনেকটাই লিখে ফেলেন জর্জিয়ার মিডফিল্ডার সাবা লবজিনিচ। দুটি গোল করে আতালান্তাকে এগিয়ে দেন তিনি। ৬২ মিনিটে বাঁ পায়ের শটে দুর্দান্ত এক গোলে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেন মেসি। তবে ৭৩ মিনিটে জামাল তিয়ারে আরও একটি গোল করলে অনেকটা জয় নিশ্চিত করে ফেলে আতালান্তা। গোল না পেলেও এই ম্যাচের অন্যতম নায়ক মেসির আর্জেন্টিনা জাতীয় দল সতীর্থ থিয়াগো আলমাদা। পুরো ম্যাচেই মায়ামির ডিফেন্ডারদের ভুগিয়েছেন আতালাস্তা তারকা। সর্বশেষ ম্যাচের বিশ্রামে থাকা মেসি চোট কাটিয়ে ১৯ মে অরল্যান্ডো

সিটির বিপক্ষে ফিরেছিলেন। সেই

আপনজন ডেস্ক: সর্বশেষ ম্যাচে

ম্যাচে গোল পাননি। গোল পাননি মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ম্যাচেও। আজ ম্যাচের ৪ মিনিটের মধ্যেই গোল পেতে পারতেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। তবে তাঁর হেড ক্রসবারের ওপর দিয়ে চলে যায়। লবজিনিচ প্রথম গোলটি করেন ম্যাচের ৪৪ মিনিটে। মাঝমাঠে থেকে বল টেনে বক্সের বাইরে থেকে দুরপাল্লার শটে গোল করেন এই মিডফিল্ডার। পরের গোলটিও করেন বক্সের বাইরে থেকে। ৫৯তম মিনিটে বাঁ পায়ের শটে। তিন মিনিট পরই মেসি ব্যবধান কমান সেই চিরচেনা বাঁয়ের কোনাকুনি শটে। লিগে এটি মেসির ১১তম গোল যা সয়ারেজের সমান। ১২ টি গোলও করিয়েছেন মেসি। ম্যাচের ৭৩ মিনিটে আলমাদার দুর্দান্ত এক পাসে সহজ গোল করেন তিয়ারে। এরপর আর মায়ামি ম্যাচে ফিরতে পারেনি। এই ম্যাচের আগে সর্বশেষ মেসির গোল করা ম্যাচে তাঁর দল হেরেছে ২০২২ সালের বিশ্বকাপে, সৌদি আরবের বিপক্ষে। এক্সে এই তথ্য জানিয়েছেন ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো। এই ম্যাচ হারলেও ইস্টার্ন কনফারেন্স পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে মায়ামি। ১৭ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ৩৪। এক ম্যাচ কম খেলা সিনসিনাটির পয়েন্ট ১৬ ম্যাচে ৩৩। তারাও সর্বশেষ ম্যাচে ২ -০ গোলে হেরেছে ন্যাশভিলের কাছে।

কোহলির সঙ্গে সম্পর্ক কেমন, সেটা সবার জানার প্রয়োজন নেই, বললেন গম্ভীর



আপনজন ডেস্ক: বিরাট কোহলি ও গৌতম গম্ভীরের দ্বন্দ্ব ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম আলোচিত বিষয়। আইপিএলে একাধিকবার বিরোধে জড়াতে দেখা গেছে দুজনকে। এবারের আইপিএলে অবশ্য ভিন্ন চিত্র দেখা গিয়েছিল। তবুও দুজনের দ্বন্দ্ব নিয়ে এখনো কান পাতলেও নানা কথা শোনা যায়। এবার গম্ভীর স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কোহলির সম্পর্ক কেমন, সেটা সবার জানার প্রয়োজন নেই। 'স্পোর্টসক্রীড়া'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীর কোহলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বলেছেন, 'যা ধারণা (সম্পর্ক নিয়ে) করা হয়, তা বাস্তব থেকে অনেক দূরে। আমার ও বিরাট কোহলির সম্পর্ক কেমন, তা এ দেশের মানুষের জানার প্রয়োজন নেই। নিজেদের প্রকাশ করার অধিকার,

নিজেদের প্রকাশ করার অধিকার, নিজেদের দলকে সর্বোচ্চ দিয়ে জেতানোর চেষ্টা করার অধিকার আমাদের আছে। আমাদের সম্পর্ক জনতাকে আলোচনার খোরাক দেওয়া নয়।'

এবারের আইপিএলে কলকাতা– বেঙ্গালুরু ম্যাচের সময় দুজন হাত মিলিয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করেছেন। এ সময় দুজনকে কিছু সময় হাসিমুখে কথা বলতেও দেখা যায়। দুজনের মধ্যে এই সম্পর্কটা প্রয়োজনও বোধ হয়। কারণ, শোনা যাচ্ছে, ভারতের ছেলেদের জাতীয় বিশ্বকাপ শেষে ভারতের বর্তমান প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদও শেষ হবে। এরই মধ্যে নতুন কোচ পদে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এবারের আইপিএলে মেন্টর হিসেবে কলকাতাকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন গম্ভীর। কলকাতা এখন পর্যন্ত তিনবার আইপিএল শিরোপা জিতেছে। এর আগে ২০১২ ও ২০১৪ সালে কলকাতাকে অধিনায়ক হিসেবে শিরোপা জিতিয়েছেন গম্ভীর। কলকাতাকে আইপিএলের সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে বানানোতে চোখ এখন গম্ভীরের, 'আমরা এখনো মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও চেন্নাই সুপার কিংসের চেয়ে দুটি ট্রফি কম জিতেছি। হ্যাঁ, আমি আজকে খুশি, সন্তুষ্ট। তবে এখনো ক্ষুধা আছে, আমরা এখনো আইপিএলের সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি হতে পারিনি। সেটা হতে গেলে আরও তিনটি ট্রফি জিততে হবে। তিনটি ট্রফি জিততে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তাই পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে কেকেআরকে আইপিএল ইতিহাসের সেরা দল হিসেবে তৈরি করা। এর চেয়ে ভালো কোনো অনুভূতি হতে পারে না।'

দলের প্রধান কোচ হওয়ার দৌডে

গম্ভীর এগিয়ে। টি-টোয়েন্টি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে নিরাপত্তা জোরদার



আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় সময় ২ জুন শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ৯ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে মখোমখি হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। হামলার হুমকি পাওয়ার পর এই ম্যাচের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। নিউইয়র্ক শহরের গভর্নর কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাঁরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তাঁদের পাওয়া খবর অনুযায়ী, 'এই মুহূর্তে জনজীবনে নিরাপত্তায় বিশ্বাসযোগ্য কোনো হুমকি নেই।' ম্যানহাটন থেকে ২৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়াম। ৩ থেকে ১২ জুন পর্যন্ত টি-

টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই মাঠে ৮ টি
ম্যাচ হবে। নিউইয়র্কের গভর্নর
ক্যাথি হোচুল জানিয়েছেন, ম্যাচ
যেন ঠিকমতো অনুষ্ঠিত হয়, সে
জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী
বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মাসের পর
মাস কাজ করে যাচ্ছে তাঁর
প্রশাসন।

হোচুল বলেছেন, 'নিউইয়র্ক পুলিশকে বলেছি নিরাপত্তা জোরদার করতে। এর মধ্যে রয়েছে আইনের প্রয়োগ, নজরদারি এবং যাচাই-বাছাই করা। জনগণের নিরাপত্তাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিকেট বিশ্বকাপ যেন নিরাপদ এবং উপভোগ্য হয়, তা

নিশ্চিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষ হুমকির প্রতি সমর্থনমূলক এমন কোনো প্রমাণ এখনো পায়নি, যা দেখে হুমকিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া যায়। তবে আইসিসি জানিয়েছে, নিউইয়র্কের ভেন্যু ছাড়াও অন্য ভেন্যুগুলোতেও নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। আইসিসির এক মুখপাত্র বলেছেন, 'সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। আমাদের খুব ভালো এবং শক্তিশালী নিরাপত্তাব্যবস্থা আছে। এই আয়োজনে যেকোনো ধরনের ঝঁকি কমাতে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নজর রাখার পাশাপাশি আয়োজক দেশের কর্তপক্ষের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে কাজ করা হচ্ছে।' নিউইয়র্কে চারটি ম্যাচ খেলবে ভারত। ৫ জুন খেলবে কানাডার বিপক্ষে, এরপর ৯ জুন প্রতিপক্ষ পাকিস্তান, ১২ জুন প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে আগামী ১ জুন বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি গা গরমের ম্যাচও খেলবে ভারত। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখেই অনুশীলন শুরু করেছে রোহিত

শর্মার দল।

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এবার যেসব রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা উজ্জ্বল

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি
বিশ্বকাপের বাকি মাত্র দুই দিন।
বিশ্বকাপ মানেই তো রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলা। আর সংস্করণ যদি হয়
টি-টোয়েন্টি, তাহলে তো আর
কথাই নেই। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট
ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া
এবারের বিশ্বকাপে অনেক রেকর্ড
ভেঙে যেতে পারে। সেসবে চোখ
বোলানো যাক—
সর্বোচ্চ চার
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চসংখ্যক চার মেরেছেন মাহেলা জয়াবর্ধনে। লঙ্কান এই কিংবদন্তির চারের সংখ্যা ১১১। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতের বিরাট কোহলি চার মেরেছেন ১০৩টি. অর্থাৎ মাত্র ৯টি চার মারলেও জয়াবর্ধনেকে ছাড়িয়ে যাবেন কোহলি। এই তালিকার ততীয় স্থানে আছে তিলকরত্নে দিলশান। তিনি চার মেরেছেন ১০১টি। ৯১টি চার মেরে চতুর্থ স্থানে রোহিত শর্মা। ৮৬টি চার মেরে ডেভিড ওয়ার্নার আছেন পঞ্চম স্থানে। অর্থাৎ কোহলি, রোহিত কিংবা ওয়ার্নার– প্রত্যেকেরই জয়াবর্ধনেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। দ্রুততম সেঞ্চুরি (বলের হিসাবে) বলের হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্রুততম দুটি সেঞ্চুরিই ক্রিস গেইলের। ২০১৬ বিশ্বকাপের

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৭ বলে

সেঞ্চুরির আগে ২০০৯ বিশ্বকাপে

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫০ বলে

সেঞ্ছরি করেছিলেন গেইল। এবার এই রেকর্ড ভাঙতে পারে। গত ফেব্রুয়ারিতে ছেলেদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড গড়েছেন নামিবিয়ার ইয়ান নিকোল লফটি-ইটন। নেপালের বিপক্ষে লফটি-ইটন সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন মাত্র ৩৩ বলে। এবার বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ২০টি দল। সহযোগী অনেক দেশের সঙ্গেই শক্তিশালী দলগুলো খেলবে। তাই দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনাটা এবার বেশি। সর্বোচ্চ ক্যাচ ২৩টি ক্যাচ ধরে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ

২৩টি ক্যাচ ধরে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ক্যাচ ধরার তালিকায় সবার ওপরে এবি ডি ভিলিয়ার্স। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন ডেভিড ওয়ার্নার, তিনি ক্যাচ ধরেছেন ২১টি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই রেকর্ড ভাঙাও তাই সময়ের ব্যাপার। রোহিত শর্মা ও প্লেন ম্যাক্সওয়েল ধরেছেন ১৬টি করে ক্যাচ। তাঁদেরও সুযোগ আছে ডি

এক টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান এবারের বিশ্বকাপ অংশ নিচ্ছে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২০টি দল। ফাইনাল পর্যন্ত গেলে সর্বোচ্চ তাই ৯টি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পেতে পারে দলগুলো। যেহেতু ম্যাচ খেলার সংখ্যা বাড়তে যাচ্ছে তাই বিরাট কোহলির করা ২০১৪ বিশ্বকাপে ৩১৯ রান ভাঙার জোরালো সম্ভাবনা আছে। সেবার কোহলি খেলেছিলেন ৬টি ম্যাচ। প্রথম দল হিসেবে একসঙ্গে সব আইসিসি ট্রফি জেতার সুযোগ আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর গত বছরই ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে পারলে প্রথম দল হিসেবে একসঙ্গে আইসিসির তিনটি ট্রফি নিজেদের ঘরে নিতে পারবে অস্ট্রেলিয়া। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে নেতত্ত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। বর্তমানে অনুধর্ন-১৯ বিশ্বকাপ, নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নও অস্ট্রেলিয়া।

দুটি বিশ্বকাপ জিতেও সন্তুষ্ট নন আদিল রশিদ

আপনজন ডেস্ক: দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন সব ক্রিকেটারেরই থাকে। অনেকের সেই স্বপ্ন পুরণ হয় না। কেউ আবার একাধিকবার বিশ্বকাপ জিতেও থামতে চান না। আদিল রশিদই যেমন এই দলের মানুষ। ইংল্যান্ডের এই লেগ স্পিনার ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ২০২২ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন, তবু সম্ভষ্ট নন। তিনি স্বপ্ন দেখেন তিনটি, চারটি কিংবা পাঁচটি বিশ্বকাপ জয়ের। সম্প্রতি নিজ জন্মশহর ব্যাডফোর্ডে ক্রিকেট একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছেন আদিল রশিদ, যার নাম দিয়েছেন 'আদিল রশিদ ক্রিকেট সেন্টার'। সেখানে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'ডেইলি মেইল'কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সাদা বলে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সফল (ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ৩০৭ উইকেট) স্পিনার। সাক্ষাৎকারে আসর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজের লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন রশিদ।

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে



ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে ইংল্যান্ড। ৪ ম্যাচের দুটিই বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। যে একটি ম্যাচ মাঠে গড়িয়েছে, সেটাতে জয় পেয়েছে ইংল্যান্ডই। শনিবারের সেই ম্যাচে ২৫ রানে ১ উইকেট পান রশিদ। আজ লন্ডনের ওভালে সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপ–যাত্রা করবে ইংল্যান্ড। এর আগে 'ডেইলি মেইল'কে নিজের লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন এভাবে, 'যত দিন আমি ফিট ও (উইকেটের জন্য) ক্ষুধার্ত থাকব, তত দিন খেলা চালিয়ে যাব। আমি শুধু দুটি বিশ্বকাপ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাই না। আমার স্বপ্ন ও

বিশ্বকাপ জেতা।' বয়স ৩৬ পেরিয়েছে। ক্যারিয়ারের সায়াহে এসে পড়ায় জাতীয় দলে খুব বেশি সুযোগ যে আসবে না, ভালো করেই জানেন রশিদ, 'মনে রাখতে হবে, ক্যারিয়ারে এমন সুযোগ বারবার আসে না। তাই ইংল্যান্ড যদি মনে করে দলে আমাকে প্রয়োজন, আমি তৈরি আছি। আমার (আন্তর্জাতিক) ক্যারিয়ার আরও পাঁচ বছর লম্বা হতে পারে আবার এক বছরও হতে পারে। তবে আমার লক্ষ্য যত দিন সম্ভব খেলা চালিয়ে যাওয়া।' গত বছর ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ধরে রাখার অভিযানে গিয়ে ভরাডুবি হয়েছিল ইংল্যান্ডের। ৯ ম্যাচের ৬টিতেই হেরে প্রথম পর্ব থেকে বাদ পড়ে ইংলিশরা। ওয়ানডে বিশ্বকাপের ব্যর্থতা নিয়ে রশিদ বলেছেন, 'এ নিয়ে কারও কোনো অভিযোগ নেই। সত্যি কথা, আমরা ভালো ক্রিকেট খেলিনি এবং আমাদের আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি

লক্ষ্য তিনটি, চারটি কিংবা পাঁচটি

প্রথম গ্রিক ক্লাব হিসেবে ইউরোপিয়ান শিরোপা জয় অলিম্পিয়াকোসের



আপনজন ডেস্ক: প্যানাথিনাইকোস গ্রিসের সবচেয়ে সফল ক্লাবগুলোর একটি। ১৯৭১ সালে ইউরোপিয়ান কাপের (চ্যাম্পিয়নস লিগ) ফাইনালে হেরেছিল প্যানাথিনাইকোস। গ্রিসের কোনো ক্লাবের ইউরোপিয়ান ট্রফি জয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছানোর নজির হয়ে ছিল সেই হার। তবে এখন থেকে আর সেই হার বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে না গ্রিকদের। এথেন্সে গতকাল রাতে সোফিয়া স্টেডিয়ামে শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে আনন্দের উপলক্ষ পেয়ে যায় গ্রিকরা। সেখানে গ্রিসের প্রথম ক্লাব হিসেবে ইউরোপিয়ান শিরোপা জিতেছে অলিম্পিয়াকোস। ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে তৃতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা ইউরোপা কনফারেন্স লিগের ফাইনালে ইতালির ক্লাব ফিওরেন্ডিনাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে অলিম্পিয়াকোস। নির্ধারিত সময়ে গোল পায়নি কোনো দল। অতিরিক্ত সময়ের ১১৬ মিনিটে মরোক্কান স্ট্রাইকার আইয়ুব এল কাবির গোলে স্মরণীয় জয় তুলে নেয় অলিম্পিয়াকোস। অলিম্পিয়াকোসের আগে গ্রিস থেকে ইউরোপিয়ান টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলতে পেরেছে শুধু প্যানাথিনাইকোস। ১৯৭১

ইউরোপিয়ান কাপের সেই
ফাইনালে ইয়োহান কুইফের
পরাক্রমশালী আয়াব্সের কাছে
হেরেছিল প্যানাথিনাইকোস। ৫৩
বছর পর গ্রিক সমর্থকদের অপেক্ষা
ঘোচাল অলিম্পিয়াকোস। মরক্কো
স্থাইকার এল কাবি কনফারেন্স
লিগের এ মৌসুমে ১১ গোল
করলেন। সবগুলো গোলই করলেন
নকআউট পর্বে। সেমিফাইনালে
অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে দুই লেগ
মিলিয়ে একাই করেছিলেন ৫
গোল।

গোল।
জয়ের পর গ্রিসে পাইরায়েয়ুস
অঞ্চলে উৎসবের বন্যা বয়ে যায়।
রাস্তায় নেমে পড়েন
অলিম্পিয়াকোস সমর্থকেরা। বাজিপটকা কুটিয়ে সময়টি তাঁরা স্মরণীয়
করে রাখেন। অলিম্পিয়াকোস
খেলোয়াড়দের কেউ কেউ কেঁদেও
ফেলেন। এথেন্সেও শিরোপা জয়ের
উৎসব করেছেন প্রায় ১০ হাজার
সমর্থক। ক্লাবটির উইঙ্গার গিওর্গোস
মাসুরাস বলেছেন, 'কিছু বলার
ভাষা নেই। আমরা এখন ইউরোপে
অভিজাতদের কাতারে পড়ি।
দায়িত্বও বেড়েছে। এখন এই
পর্যায়টা আমাদের ধরে রাখতে
হবে।'

সেভিয়ার হয়ে গত মৌসুমেই ইউরোপা লিগ জিতেছেন অলিম্পিয়াকোস কোচ লুইস

মেন্দিলিবার। গত ফেব্রুয়ারিতে স্প্যানিশ ক্লাবটির দায়িত্ব ছেড়ে যোগ দেন অলিম্পিয়াকোসে। কনফারেন্স লিগ জয়ের পর মেন্দিলিবার বলেছেন, 'আমি খুব খুশি। কারণ, ক্লাব এমন কিছু জিতেছে, যা আগে কখনো জেতা হয়নি। আমরা উপভোগ করব। আনন্দ করব। এই জয়ে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কাইরিয়াকোস মিতসোতাকিস অলিম্পিয়াকোসকে 'সত্যিকারের কিংবদন্তি' বলেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ করা পোস্টে তিনি লিখেছেন. 'অলিম্পিয়াকোস ইউরোপা কনফারেন্স লিগ জিতে ইতিহাস গডল। ক্লাব ও গ্রিক ফটবলের জন্য দুর্দান্ত একটি রাত।' কনফারেন্স লিগে এ নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে হারল ইতালিয়ান ক্লাব ফিওরেন্ডিনা। এবারের আসরে ফাইনালে ওঠার আগপর্যন্ত হারেনি ক্লাবটি। গত মৌসুমে কোপা ইতালির ফাইনালেও হেরেছে ফিওরেন্ডিনা। হারের পর ফিওরেস্টিনার কোচ ভিনচেঞ্জো ইতালিয়ানো বলেছেন, 'এবার আমরা সত্যিই আশা করেছিলাম। খারাপ লাগছে। খেলোয়াড়দের

কাঁদতে দেখাটা আরও বেশি

'১৯' রাঙিয়ে অবসরে বোনুচ্চি



আপনজন ডেস্ক: ২০১৮ সালে কথাটা বলেছিলেন জোসে মরিনিও, 'বোনচ্চি এবং কিয়েলিনি...কীভাবে সেন্টারব্যাক হওয়া যায়, সে বিষয়ে ওরা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাস নিতে পারবে।' ইতালি জাতীয় দল এবং জুভেন্টাসের রক্ষণভাগে এই দুই 'অমর সঙ্গী'র মধ্যে জর্জো কিয়েলিনি বুট তুলে রেখেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে। আর লিওনার্দো বোনুচ্চি অবসর ঘোষণা করলেন কাল রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। 'এক্স'–এ একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন বোনুচ্চি। তাঁর বিখ্যাত জার্সি নম্বর '১৯'-কে প্রাধান্য নিয়ে ভিডিও বার্তাটি শুরু হয়। এরপর অ্যালবামের পাতা ওল্টানোর ভঙ্গিতে বোনুচ্চির শৈশব থেকে কিংবদন্তি হয়ে ওঠা পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। জার্সি নম্বরের মতো তাঁর ক্যারিয়ারও ১৯ বছরে উন্নীত করে থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন বোনুচ্চি। তিনি বলেছেন, 'যে গল্পটা বলতে

অবসর নিশ্চিত করে ভিডিও বার্তায় যাচ্ছি সেটির স্বপ্ন সেই ছেলেবেলাতেই বুনেছিলাম। নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বড় কিছু অর্জনের, বড় কিছু উদ্যাপনের। চেয়েছিলাম কঠিন সময়গুলো সাহসের সঙ্গে পাড় করতে। একজন পিতা, একজন সতীর্থ, একজন স্বামী, একজন খেলোয়াড়, ইতিহাস সবকিছু ছাপিয়ে আজ আমি এই আমি হয়েছি।' ৩৭ বছর বয়সী বোনুচ্চি ইতালির হয়ে ২০২০ ইউরো জিতেছেন। ওয়েম্বলিতে ফাইনালে গোলও করেছেন। ২০১০ সালে ক্যামেরুনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইতালি জাতীয় দলে তাঁর অভিষেক। ইতালির হয়ে চতুর্থ

সর্বোচ্চ ম্যাচ (১২১) খেলেছেন।



